চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 May, 2020 ■ আগরতলা, ১০ মে ২০২০ ইং ■ ২৭ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা আক্রান্ত ট্রাক চালককে নিয়ে অসম-ত্রিপুরায় বিভ্রান্তি

সন্দেহ হলে অসম সরকার পরীক্ষা করে দেখুক ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ৯ মে (হিঃসঃ)।। ত্রিপুরায় চুড়াইবাড়িতে সন্ধান পাওয়া কোভিড-১৯ পজিটিভ ট্রাক চালক বর্তমানে করিমগঞ্জে চিকিৎসাকর্মীদের অধীনে রয়েছেন। তবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকলে অসম সরকার ওই ট্রাক চালকের পরীক্ষা করে দেখুক। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। আসলে প্রশ্ন উঠেছে, কোন নমুনা নেওয়া হয়নি বলে ওই ট্রাক চালক দাবি করেছেন, সেক্ষেত্রে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী কোথায় রয়েছেন। তাতে শিক্ষামন্ত্রীর জবাব, অসম সরকার ওই ট্রাক চালকের নমুনা পরীক্ষা করে নিক। তবেই, সমস্ত অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাবে।

চুড়াইবাড়িতে ট্রাক চালকের কোভিড-১৯ পজিটিভ"র ঘটনায় দিনভর ত্রিপুরা অসমে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করেছে।এ-বিষয়ে ত্রিপুরা-র শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, ওই ট্রাক চালক বর্তমানে করিমগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য কর্মীদের তত্বাবধানে রয়েছেন। তিনি বলেন, দুইজন ট্রাক চালকের নাম একই হওয়ায় বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। জাকিরুল হক এবং জাকিরুল হুসেন ওই ট্রাক চালকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে জাকিরুল হোসেন-কে মাধববাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে শিপার্ডে একান্তবাস-এ রাখা হয়েছে। সাথে তার নমুনা পরীক্ষাও হয়েছে। রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

অন্যদিকে, চুড়াইবাড়িতে ট্রাক চালক জাকিরুল হক-র নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে, বলেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, জাকিরুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লালারস সংগৃহিত, পরিবারসহ ১৮ জন একান্তবাসে, আতঙ্ক

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ মে (হি.স.)।। করিমগঞ্জের কায়স্থগ্রাম এলাকার আবঙ্গি গ্রামে জাকিরুল হক নামের এক লরি চালকের লালারস সংগ্রহ করা এবং তাকে ও তাঁর পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হোম কোয়ারেন্টাইন করে রাখা নিয়ে জেলা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের কাছে জানা গেছে, পার্শবর্তী রাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার জেলা প্রশাসন করিমগঞ্জ পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেয়, করোনা আক্রান্ত সন্দেহজনক এক লরি চালক চোরাইবাড়ি (ত্রিপুরা) থেকে পালিয়ে গেছে। জাকিরুল হক নামের এই লরি চালকের বাড়ি কায়স্থগ্রাম এলাকার আবঙ্গি গ্রামে। এই খবরের ভিত্তিতেই নিলামবাজারেৰ সার্কল অফিসার ওয়াহিদুল ইসলাম এবং ওসি মেডিক্যাল টিম নিয়ে জাকিরুল হকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন।

এদিকে সার্কল অফিসারের কাছে প্রদত্ত বয়ানে জাকিরুল হক নাকি বলেছে, সে বুধবার বাড়িতে এসেছে। তবে পালিয়ে আসেনি, দৃঢ়তার সঙ্গে সে নাকি দাবি করেছে। এছাড়া ত্রিপুরায় তাঁর কোনও করোনা টেস্টও হয়নি। প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মেডিক্যাল টিম জাকিরুল হকের লালারস সংগ্রহ করে। জাকিরুলের লালারস পরীক্ষার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া সতর্কতামূলক ভাবে জাকিরুল হকের পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়ে এসেছেন সার্কল অফিসার ওয়াহিদুল ইসলাম। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বিএসএফে সীমিত, নতুন ১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। রাজ্যে এখনও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে করোনা-র সংক্রমণ ছড়ায়নি। আজ নতুন করে ১৭ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাঁরা সকলেই বিএসএফ ৮৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান। সবমিলিয়ে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩২। কারণ করোনা আক্রান্ত দুজন বর্তমানে ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শনিবার রাতে টুইট করে এই খবর দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত আট দিনে এ-নিয়ে ১৩৩ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে ত্রিপুরায়। গত শনিবার প্রথম বিএসএফ-এর দুই জওয়ান করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট এসেছিল। এর পর থেকে সাত দিনে ১৩১ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। অবশ্য গতকাল তাদের একজন ট্রাকচালক আক্রান্তের তালিকায় রয়েছেন। তিনি বর্তমানে অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রাতে টুইট বার্তায় বলেন, ত্রিপুরায় আরও ১৭ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁরা সকলেই ধলাই জেলা সদর আমবাসায় জওহরনগরস্থিত বিএসএফ ৮৬ ব্যাটালিয়নের জওয়ান। তাঁর কথায়, এখনও কোনও সাধারণ মানুষ করোনা-য় আক্রান্ত হননি। তিনি জানান, ত্রিপুরায় বর্তমানে ১৩২ জন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া, দুজন বর্তমানে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন এবং দুজনেই সুস্থ হয়েছেন।

এদিকে, আজ সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ৮,৮০৯ জনের। এখন পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৮,৩৪০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্য থেকে ফেরত আসা পরিবারকে নিয়ে ইন্দ্রনগরে দিনভর চরম উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ফলে আতঙ্কে ভুগছে মানুষ। তবে প্রসাশনের পক্ষ থেকে একাধিক বার জানানো হচ্ছে প্রয়োজনে প্রশাসনের সাথে সন্দেহ মূলক যে কোন বিষয় নিয়ে জানার জন্য। গুজবে ভর করে বা অপপ্রচার চালিয়ে যেন কেউ পরিস্থিতি আতঙ্কের মুখে ঠেলে না দেয়। আর এটাই করছে কিছু সংখ্যক অতি উৎসাহী মানুষ।

উল্লেখ্য বুধবার রাজসানের কোটা থেকে বহু ছাত্র ছাত্রী ফিরেছে রাজ্যে। সেই ছাত্রছাত্রীদের মতো বুধবার ইন্দ্রনগরের বাসিন্দা জৈনিক এক মহিলা ছেলেমেয়েকে নিয়ে রাজ্যে ফিরে এসেছেন। তারপর সেই মহিলা এবং মহিলার ছেলে মেয়ের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুক্রবার বাড়ি ফেরার অনুমতি দেওয়া হয় এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, স্বামী পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে এক মহিলাকে। ওই ঘটনায় মহিলার স্বামী পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃতার ছেলের অভিযোগ, তার বাবার হাতেই মা খুন হয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থল ফরেন্সিক এবং ডগ স্কোয়াড পরিদর্শন করেছে।

আমতলীর শ্রীনগর এলাকায় খুনের ঘটনার তদন্তে যায় পুলিশ আধিকারীকরা। ছবি নিজস্ব।

শনিবার সকালে আমতলি থানাধীন শ্রীনগর এলাকায় ঘরের ভেতরে অনিমা চক্রবর্তীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার স্বামী গৌতম চক্রবর্তী পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে। ওই ঘটনায় মৃতার এক আত্মীয় বলেন, স্বামী ও পুত্র সন্তানকে নিয়ে অনিমা শ্রীনগর এলাকায় ভাড়া থাকতেন। বাড়িতে প্রায় সময় অশান্তি লেগে থাকত। তাই স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করার জন্য বলেছিলাম তাকে। কিন্তু তিনি শুনেননি আমার পরামর্শউ ওই আত্মীয়ার কথায়, গতকাল রাতে অনিমা আমার বাড়ি গিয়েছিল। তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বারণ করেছিলাম। আজ সকালে তার ছেলে ফোন করে জানিয়েছে, তার মা (অনিমা) খুন হয়েছেন। তিনি বলেন, মৃতার স্বামী কোনও রোজগার করে না। সংসার প্রতিপালনে আগরতলা রেল স্টেশনে সাফাই কর্মীর কাজ করতেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে অনিমা চক্রবর্তীকে খুন করা হয়েছে। রাতেই ঘটনাটি ঘটেছেউ মহিলার স্বামী বর্তমানে পলাতক। সদর এসডিপিও বলেন, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া, ফরেন্সিক এবং ডগ স্কোয়াড ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত চলছেউ মূল অভিযুক্তকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

করোনা ঃ স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রী নিম্নমানের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুদীপ বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। রাজ্যে করোনা আক্রান্দরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য যে সামগ্রী দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের বলে অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে লেখা এক চিঠিতে এই গুরুতর অভিযোগ করেছেন শ্রী রায়বর্মন।

চিঠির শুরুতেই সুদীপবাবু হতাশার সুরে বলেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে এবং মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবের কাছ থেকে তিনি কোন প্রত্যুত্তর পাননি। চিঠিতে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, রাজ্য সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় নয় হাজার পিপিই কিট আমদানি করেছে। এর মধ্যে কেবলমাত্র ৯১৪টি পিপিই কিট এইচএলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় এবং ওই কিটগুলি প্রকৃত অর্থেই ভাল অবস্থায় ছিল। চোখের উপর সংগ্রম প্রতিরোধে যথাযথ সিল সহ কালো চরমা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ভেন্টিজ ক্লিয়ার অল সেনিটাইজারে এলকোহলের পরিমাণ নিয়েও অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আটকে পড়া রাজ্যের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে ট্রেনের অনুমতি দিচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ ও অসম ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম সরকার ট্রেনের অনুমতি দিচ্ছে না। তাই আপাতত বাসে ত্রিপুরার নাগরিকদের আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ট্রেনের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আইন ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী বহিঃরাজ্যে আটকে পড়াদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন।

ত্রিপুরার প্রচুর মানুষ লকডাউনে বহিঃরাজ্যে আটকে রয়েছেন। তাঁদের এখন ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আইনমন্ত্রী বলেন, কর্ণাটকে ত্রিপুরার নাগরিক ৮,৭৫৮ জন আবদ্ধ। তাঁদের মধ্যে ১,২০০ জনকে নিয়ে আগামীকাল ট্রেন ত্রিপুরার উদ্দেশে রওয়ানা দেবে। তার জন্য ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা রেলওয়েকে দিয়েছে।

এদিকে, তামিলনাড়ুতে ত্রিপুরার নাগরিক ৫,৯৫৭ জন রয়েছে আটকে। তাঁদের মধ্যে ১,১৪০ জনকে নিয়ে ট্রেন আসবে। তবে, ওই প্রক্রিয়ায় ৫-৬ দিন সময় লাগবে, জানিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, সমস্ত রাজ্যে ট্রেনে ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে সম্মত হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ এখনও এ-বিষয়ে রাজি হয়নি। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ৫,১৪৫ জন ত্রিপুরার নাগরিক আটকে রয়েছেন। কিন্তু সে রাজ্যের সরকার ট্রেনে তাঁদের ত্রিপুরায় পাঠাতে রাজি হয়নি। তাই আগামীকাল ১০০ জন যাত্রী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশে বাস ছাড়বে।

শিক্ষামন্ত্রীর আরও দাবি, অসম সরকারও ট্রেনে ত্রিপুরার নাগরিকদের ফেরত পাঠাতে সম্মত হয়নি। তিনি বলেন, অসমে ৩,৫০০ জন ত্রিপুরার নাগরিক রয়েছেন। তাঁরা ত্রিপুরায় ফেরার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির প্রস্তুতি ও লকডাউন মানার বিষয়টি পর্যালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।। নয়া দিল্লি, ৯ মে।। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ড় হর্ষ বর্ধন, আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে কোভিড-১৯ মহামারীর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠকে মিজোরামের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ আর লালথাংলিয়ানা, অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলো লিবাং, অসমের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা সহ মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং সিকিমের স্বাস্থ্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, অশ্বিনী কুমার চৌবেও আলোচনায় যোগ দেন।

কোভিড-১৯ মোকাবিলা

কোভিড -১৯ এর মোকাবিলায় দেশের সব রাজ্যের ভূমিকার প্রশংসা করে ড় হর্ষ বর্ধন বলেন, উত্তর -পূর্বের বেশিরভাগ রাজ্যই গ্রীণ জোনে রয়েছে। শুধুমাত্র অসম এবং ত্রিপুরাতে কোভিড - ১৯ এর সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে।

তিনি জানান, দেশে ৯ই মে, আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯,৬৬২ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩২০ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ১৭,৮৪৭ জন। গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৩০৭ জন। এপর্যন্ত দেশে এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ১৯৮১ জন মারা গেছেন। ভারতে মৃত্যুর হার ৩.৩ শতাংশ। সুস্থ হয়ে ওঠার হার ২৯.৯ শতাংশ। মন্ত্রী জানান, যাঁদের এখন চিকিৎসা চলছে, তাঁদের মধ্যে আইসিইউ-তে ২.৪১ শতাংশ, ভেন্টিলেটরে ০.৩৮. শতাংশ, এবং অক্সিজেনের সহায়তায় ১.৮৮ শতাংশ রোগী রয়েছে। প্রতিদিন ৩৩২টি সরকারী পরীক্ষাগারে এবং ১২১টি বেসরকারী পরীক্ষাগারে ৯৫,০০০ নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এপর্যন্ত মোট ১৫,২৫,৬৩১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

উত্তর - পূর্বে রাজ্যগুলির সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় ঐ রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, নমুনা পরীক্ষা, সংক্রমণের নজরদারীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ড় হর্ষ বর্ধন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ মে।। পুকুরের জলে ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু।ঘটনা উত্তরের ফুলবাড়ি গ্রামের ১নং ওয়ার্ডে। আজ সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ির লোকজনদের অদৃশ্যে পুকুরের জলে পড়ে মৃত্যু হয় উসমান আলী (৫)। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন উত্তর ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নজরুল ইসলামের ৫ বছরের পুত্র সন্তান উসমান আলী প্রতিদিনের মত আজও বিকেলবেলা খেলাধুলা করছিল।

কিন্তু সন্ধ্যে ঘনিয়ে যাবার পর উসমান ঘরে না ফেরাতে তার ঘরের লোকজন বাড়ির আশপাশ খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাননি।উসমান আলীর পিতা নজরুল ইসলামের প্রেমতলা বাজারের ফলের দোকান থাকাতে বাড়ির লোকজন তাকে ফোন করলে নজরুল ইসলাম বাড়িতে গিয়ে নিজের পুত্র সন্তানের সন্ধানে খুঁজাখুঁজি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিনা মাস্কে বের হলে জরিমানা অভিযান শুরু হল আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। তৃতীয় পর্যায়ের লক ডাউন চলছে দেশ এবং রাজ্য জুড়ে। এরমধ্যে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করেছে। এই অবস্থায় গ্রীন জোনে থাকা এলাকা গুলিতে কিছু শিথিল করা হয়েছে লক ডাউনের নিয়ম নীতি। তবে একান্ত প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হলে মাস্ক পড়া বাধ্যতা মূলক। একই সঙ্গে বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সামাজিক দূরত্ব। শহর আগরতলায় দেখা যাচ্ছে একাংশ অতি উৎসাহী মানুষ সেই নিয়ম মানতে চাইছে না। বাইকে নিয়ে ছুটছে একের অধিক। মুখে নেই মাস্ক। এই বিধি নিষেধ অমান্য কারীদের বিরুদ্ধে এবার ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করল সদর মহকুমা প্রশাসন।

শনিবার শহরের বিভিন্ন স্থানে চালানো হয় নজর দারী। বিনা মাস্কে যারা বাড়ি থেকে বের হয়েছে তাদের জরিমানা করা হয়। প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে নিয়ম অনুযায়ী ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এদিন। একই ভাবে দ্বিতীয় বার ধরা পড়লে ২০০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার বিস্তৃতি রুখতে অসম-ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি সীমান্ত সিল করে দিলেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ মে।। লকডাউন ৩.০-য় কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করার পর অতিমারি করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতি ঘটছে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। গত তিন দিনে অসম ও ত্রিপুরায় ব্যাপক হারে করোনা সংক্রমণের খবরে এই রাজ্যের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত জেলা প্রশাসনের কালো ঘাম ছুটেছে। এই কয়দিনে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার চোরাইবাড়ি-ঘেঁষা অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্ত গেট দিয়ে উভয় রাজ্যে আটক নাগরিকদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করার পর থেকে করোনা সংক্রমণ বেঁড়ে চলছে। এমন-কি ত্রিপুরা ফেরত করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামের লরিচালক জনৈক জাকিরুল হক করোনা আক্রান্ত বলে এক খবরে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন।

আজ শনিবার জেলাশাসক ডিএসপি সদর সুধন্য শুক্লবৈদ্য, স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালরা আলোচনা করেন। পরে তাঁরা সীমান্তের ওপাড়ে চোরাইবাড়ি

শনিবার অসম-ত্রিপুরা চুড়াইবাড়ি সীমান্ত সিল করে দিয়েছেন করিমগঞ্জের জেলা শাসক। ছবি নিজস্ব।

আনবামুথান এমপি, ডিআইজি (সাউদার্ন রেঞ্জ) দিলীপকুমার দে, পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জীব কৃষ্ণা, চোরাইবাড়ি সীমান্ত গেটে আসেন। এখানে এসে তাঁরা প্রথমে স্থানীয় পুলিশের (অসম) সঙ্গে জরুরি (উত্তর ত্রিপুরা) থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম জেলায় আরও ১১টি কোয়ারেন্টাই সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার আরও একটি সিদ্ধান্ত নিল। পশ্চিম জেলার আরও অতিরিক্ত ১১টি জায়গা বাছাই করা হয়েছে যেখানে কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জায়গাগুলি হল এডি নগর এলাকায় রিডিওন্যাল সার্ভে ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের হোস্টেল এবং প্রশাসনিক ভবনে ১০০ শয্যা, স্বাবলম্বনে ১০০ শয্যা, পিআরটিআই মহিলা হোস্টেলে ৫০ শয্যা, পিআরটিআই এর নতুন ভবনে ১০০ শয্যা, এ ডি নগর ইংলিশ মিডিয়ামে স্কুলে ২০০ শয্যা। বাধারঘাট এলাকায় স্পোর্টস স্কুলে ৩০০ শয্যা, রামঠাকুর কলেজে ৫০০ শয্যা, কবিরাজটিলা স্কুলে ২০০ শয্যা, বাধারঘাট উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ৩০০ শয্যা, জেলা যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক অফিসে ১০০ শয্যা এবং বড়দোয়ালী এলাকায় বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ৪০০ শয্যা।

করোনা ঃ আগরতলার আইসিপিতে বিএসএফ শুল্ক কর্মীদের পিপিই কিট বিলি ল্যান্ডপোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে (আইসিপি) পাহারায় নিয়োজিত বিএসএফ এবং শুল্ক বিভাগের কর্মীদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করেছে ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া। প্রতিদিন আগরতলার আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তাই সুরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবেই এই সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে আগরতলা ল্যান্ডপোর্টের ম্যানেজার দেবাশিস নন্দি বলেন, প্রতিদিন বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। তিনি বলেন, সম্প্রতি স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা আইসিপি-তে এসেছিলেন। এখানে বৈঠক করে কিছু নীতি নির্দেশিকা দিয়েছেন তাঁরাউ তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী করোনা মোকাবিলায় সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এখন আইসিপি-তে মূল প্রবেশদ্বারে স্বাস্থ্যকর্মীরা সমস্ত বাংলাদেশি যাত্রীদের পরীক্ষা করছেন। পরীক্ষায় করোনা-র লক্ষণ ধরা না পড়লে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশি নাগরিকদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, আইসিপি-তে বিএসএফ এবং শুল্ক বিভাগের কর্মীরা রয়েছেন। তাঁদেরকে ল্যান্ডপোর্টের পক্ষ থেকে পিপিই কিট দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য দফতরের নীতি নির্দেশিকা অবলম্বন করে তাঁদের পিপিই কিট প্রদান করা হয়েছে।

দেবাশিস বাবুর কথায়, আইসিপি-তে বাংলাদেশি যাত্রীদের সাথে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে। জিরো লাইনে তাঁদের পুনরায় পরীক্ষা করে বাংলাদেশে যেতে দেওয়া হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রতিদিন আইসিপি স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, করোনা মোকাবিলায় সুরক্ষা ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২০৮ ◘ ১০ মে ২০২০ ইং ◘ ২৭ বৈশাখ ◘ রবিবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মর্মান্তিক

করোনা আক্রমণের পর বিশ্ব জুড়িয়া বিপর্য্যস্ত অবস্থা দেখা দেয়। ভারতে লকডাউন জারী করা হয়। এই লকডাউনে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্য্যকর কতখানি হইয়াছে তাহা নিয়া বিস্তৃত আলোচনা নিশ্চয়ই হইবে। লকডাউনের সুফল নিয়া হয়তো বিতর্কও থাকিতে পারে। কিন্তু, সবচাইতে মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা ১৬ পরিযায়ী শ্রমিকের ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হইয়া মর্মান্তিক মৃত্যু। হাতে টাকা নাই, নাই ট্রেন বা বাসও। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়াই যাইতেছিলেন মহারাষ্ট্রের জালনা হইতে মধ্যপ্রদেশের ভুসাওয়ালের ১৬০ কিলোমিটার পথ। তাহারা রেল লাইন ধরিয়াই হাঁটিতে থাকেন। বৃহস্পতিবার রাতে ক্লান্ত শরীরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন রেলের লাইনেই আওরঙ্গাবাদের কাছে বারমাদে। শুক্রবার ভোরে মালগাড়ির চাকায় মর্মান্তিক ভাবে পিষ্ট হইয়া প্রাণ হারান ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিক। এই শ্রমিকরা দীর্ঘদিন মহারাষ্ট্রে আটক থাকার পর বাধ্য হইয়াই রেল লাইন ধরিয়া বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়াছিলেন। তাহারা ঘরে থাকিয়া অনাহারে মরিবার মতো অবস্থা। অন্যদিকে ঘরের বাইরে গেলে পুলিশের লাঠি খাইতে হয়। তাই তাহাদের মর্মান্তিক পরিনতি, বাড়ি ফেরা হইল না। এই ঘটনা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক কলংকজনক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

অন্যদিকে অধিকাংশ রাজ্যই নিজেদের রাজ্যের শ্রমিকদের বাড়ি ফিরাইতে কেন্দ্রের সহযোগিতায় 'শ্রমিক ট্রেন' চালাইতেছে। তবে, অনেক রাজ্য এই ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকিয়াছে। শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরাইতে কোনও উদ্যোগই নিতে চায় নাই। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে এই ভয়াবহ ঘটনার জন্য দায়ী কে? লকডাউনে কাজ ও মজুরী হারাইয়াছেন কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক। অভিযোগ যে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ৯৪ শতাংশই মজুরী পান নাই। এখানে প্রশ্ন উঠিয়াছে, কেন্দ্র কোটি টাকা খরচ করিয়া বিদেশে আটক প্রবাসী ভারতীয়দের বিনা খরচে বিমানে করিয়া দেশে আনিতেছে। অথচ পরিযায়ী শ্রমিকদের রেল ভাড়ায় অতিরিক্ত আরও ৫০ টাকা দিতে হইতেছে। অথচ রেল বোর্ডই পি এম কেয়ার ফান্ডে ১৫১ কোটি টাকা দান করিয়াছে। ১২জন বৃহৎ ঋণ খেলাপি দেশ হইতে পালাইয়া যাওয়া ব্যাঙ্ক লুটপাট করা অপরাধীর ৬৮০০০ কোটি টাকা ঋণ মুকুব করিয়া দিয়াছে কেন্দ্র। একথা হয়তো মানিতেই হইবে যে, গরীব শ্রমিকদের জন্য সরকারের নীতি আজ প্রশ্নের মুখে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার বহির্রাজ্যে আটকা পড়াদের রাজ্যে সরকারী ব্যয়ে নিয়া আসিতেছে। ত্রিপুরা সরকার তামিলনাড়ু, কর্ণাটক হইতে ত্রিপুরায় আটকা পড়াদের রাজ্যে আনিতে ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ধাপে ধাপে তাহাদের রাজ্যে আনা হইবে। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ সরকার কি ১৬ জন শ্রমিক নিধনের দায় না নিয়া পারিবে? তাহাদের অবহেলা দায়িত্বহীনতা, শ্রমিকদের প্রতি হৃদয়হীনতার খেসারতই ১৬ জন শ্রমিকের রেলের চাকায় মৃত্যু। ১৬ জন শ্রমিকের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল এই দেশে গরীব শ্রমিকদের হাল অবস্থা কতা করুন। গরীবদের জন্য কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প নিয়াছে একথা যেমন সত্যি তেমনি শ্রমিকদের সম্পর্কে কেন্দ্রের নীতির প্রশ্ন চিহ্ন আছে। ধনিক শ্রেণীর পৃষ্টপোষকতা কত ব্যাপক তাহা তো বলিবার অপেক্ষা রাখে না।১৬ শ্রমিকের মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়া দেখাইল দিল আগামীদিন কত ভয়ংকর পরিণতি নিয়া আসিতেছে।

গ্যাস লিকের ঘটনায় ক্ষমা চাইল দক্ষিণ কোরিয়ার অভিযুক্ত সংস্থা এলজি পলিমার্স

বিশাখাপত্তনম, ৯ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ভোরে বিশাখাপত্তনমে এলজি পলিমার্স কারখানায় স্টাইরিন গ্যাস লিক হওয়ার ফলে ১২ জন মারা গিয়েছেন। জখম হয়েছেন দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ। এই দুর্ঘটনার প্রায় দু''দিন পর ক্ষমা চাইল দক্ষিণ কোরিয়ার অভিযুক্ত সংস্থা এলজি পলিমার্স। শনিবার গোটা ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সংস্থাটির পক্ষ থেকে। সেখানে বলা হয়েছে, ঘটনার জন্য তারা দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে সংস্থা।

বিবৃতিতে সংস্থাটি আরও বলেছে, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ঘটনার তদন্তে তারা সবরকম সহযোগিতা করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ঘটনা আর না ঘটে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারখানাটিতে যে ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে এদিন সেই দাবিও করেছে এলজি পলিমার্স।

সংস্থাটি জানাচ্ছে, প্রাথমিক তদন্তে তারা জানাতে পেরেছে কারখানার স্টাইরিন মনোমার স্টোরেজ থেকে গ্যাস লিক করেই এই কাণ্ড ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে সংস্থা। ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে কথা বলে তাঁদের যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছে এলজি পলিমার্স।

উল্লেখ্য, বুধবার গভীর রাতে বিশাখাপত্তনমের এলজি পলিমার্সের কারখানা থেকে বিষাক্ত স্টাইরিন গ্যাস লিক করে ছড়াতে থাকে আশেপাশের প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক মানুষ। মৃত্যু হয় প্রচুর গবাদিপশু ও পাখীর। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার ক্ষতিপূরণ বাবদ এলজি পলিমার্সকে ৫০ কোটি টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সোমবার থেকে ৩দিন বন্ধ থাকবে করুণাময়ী সেতু

কলকাতা, ৯ মে (হি. স.): স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এবার দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এবং হরিদেবপুরের সংযোগকারী করুণাময়ী সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী সোমবার সকাল ৯টা থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা পর্যন্ত এই সেতু দিয়ে কোনও যানবাহন চলাচল করবে না বলে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতির আগে থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সেতু ও ফ্লাইওভারগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। বর্তমানে সারাদেশের পাশাপাশি এ রাজ্যেও চলছে লকডাউন। এই সময়টা কাজে লাগানোর জন্য তৎপর রাজ্য। এবার ভারবহন ক্ষমতা-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্যে রাজ্য সরকার দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এবং হরিদেবপুরের মধ্যে সংযোগকারী করুণাময়ী সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সোমবার সকাল ৯টা থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা পর্যন্ত এই সেতু দিয়ে কোনও যানবাহন চলাচল করবে না। যদিও কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং রাইটস এর আগে যৌথভাবে সেতুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তা দ্রুত সংস্কারের সুপারিশ করেছিল।

গুজরাটের ৪.০ মাত্রার ভূমিকম্প

আহমেদাবাদ, ৯ মে (হি. স.): করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই ভূমিকম্প গুজরাটে। শনিবার ভূমিকম্পে কেপে উঠল জুনাগর, পোরবন্দর, গির সোমনাথ, সৌরাষ্ট্রের মতো অঞ্চল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল চার। দুপুর বেলা এই কম্পন অনুভূত হয়ে। ভয় ও আতঙ্কে বহু মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই।জানা গিয়েছে কম্পনের কেন্দ্র মাংরোল থেকে ৪৪ কিলোমিটার দূরে।কম্পনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে পুরনো বাড়ি গুলিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভয় ও আতঙ্কে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনা য় সতর্ক রয়েছে প্রশাসন।

রিল ও রিয়েল নায়কদের মধ্যে পার্থক্য কবে বুঝতে পারবে দেশ

আর কে সিনহা

সম্প্রতি, দেশের দু''জন রিয়েল ও রিল লাইফের নায়কের বিদায় নিয়ে যেমন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তা সত্যিই অবাক করে দেওয়ার মতো। প্রথমে দারুণ অভিনেতা, পিকু, পান সিং তোমার প্রভৃতি ছবিতে স্মরণীয় অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মনমুগ্ধ করা অভিনেতা ইরফান খান এবং তারপরে রাজ কাপুরের ছোট ছেলে ঋষি কাপুরের মৃত্যুতে সমগ্র দেশে শোকের বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় এবং অপ্রত্যাশিত, ঋষি কাপুর দীর্ঘ অভিনয় জীবনে ববি, মুল্ক, লায়লা-মজনু প্রভৃতি দুর্দান্ত ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যদিও মাঝেমধ্যে বিতর্কিত কিছু বয়ানের জন্য সংবাদের শিরোনামে এসেছিলেন। তা সত্বেও এটা তো মানতেই হবে তাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয় তারকা ছিলেন।

এই দু''জনের প্রয়াণের অল্প সময়ের মধ্যেই কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় শহিদ হন সেনাবাহিনী এবং আধাসেনার কয়েকজন অফিসার ও জওয়ান। উত্তর কাশ্মীরের হান্দওয়াড়ায় এলাকার একটি গ্রামে গত ১ মে হওয়া সংঘর্ষে জঙ্গিদের পাশাপাশি একজন কর্নেল ও এলজন মেজর-সহ পাঁচজন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। শহিদ জওয়ানদের মধ্যে সেনা আধিকারিক কর্নেল আশুতোষ শর্মা, মেজর অনুজ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উপ-পরিদর্শক শাকিল কাজিও ছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল, দেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহিদ জওয়ানদের নিয়ে নামমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কিছু মানুষ জওয়ানদের শহিদ হওয়ার দুঃসংবাদ নিজেদের ফেসবুকে শেয়ার করেন।

তারপর ভার্চুয়াল দুনিয়া ''প্রণাম'', ''জয় হিন্দ'' লিখেই এগিয়ে যায়। এর থেকে বেশি কিছু হয়নি।

দেশের জন্য যাঁরা জীবন দিলেন তাঁরা আখেরে কী পেলেন? শহিদ জওয়ানরা কী শুধুমাত্র ''প্রণাম'', ''জয় হিন্দ'' সম্বোধনের যোগ্য? দেশকে তা নিয়ে ভাবতে হবে এবং নিজের মনকে প্রশ্ন করতে হবে। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে কাশ্মীরে লড়াই করছেন নির্ভীক জওয়ানরা, তাঁদের আত্মবলিদানকে আমরা কতটুকু অবমূল্যায়ন করি। আমি ইরফান খান এবিং ঋষি কাপুরকে সেনা যোদ্ধাদের সঙ্গে তুলনা করছি না। তবে এতটুকু বলতে মন চাইছে যে, প্রকৃত নায়কদের এখনও চিনতে শেখেনি দেশ। এটা অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতি। তবে, এটা স্বস্তির যে কর্নেল আশুতোষ শর্মা এবং মেজর অনুজ সুদ-সহ পাঁচজন জওয়ানদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে খুব বেশি দেরি করেনি সুরক্ষা বাহিনী। সুরক্ষা বাহিনী দু''টি সংঘর্ষে কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কুখ্যাত কমান্ডার রিয়াজ নাইকু খতম হয়েছে। নাইকুকে পুলওয়ামায় নিজের বাড়ির কাছেই খতম করা হয়। নাইকুর মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল ১২ লক্ষ টাকা। রিল লাইফের নায়কদের নিয়ে যাঁরা বড় বড় কথা বলছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন জানেন, নাইকুকে বাঁচানোর জন্য কিছু শত্রু জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেছিল। ইরফান খান, ঋষি কাপুরের সমস্ত ছবি নিয়ে যাঁরা লেখেন অথবা বলেন, তাঁরা কেন দেশের শত্রুদের নিয়ে, যাঁরা জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে, তাদের নিয়ে লেখেন না? ফিরে দেখা যাক, ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা হামলায় শহিদ সিআরপিএফ জওয়ানদেরও কী দেশ স্মরণ করেছিল?

তাঁদের পরিবারের প্রতি কী যত্ন নেওয়া হয়েছে? প্রকৃত সত্য হল এই যে, পুলওয়ামা হামলায় শহিদদের পরিবার সরকার অথবা সমাজের কাছ থেকে এখনও প্রত্যাশিত সহায়তা পায়নি।

তাঁরা এখনও সরকারি সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছেন। যাইহোক, যখন পুলওয়ামা হামলা হয়েছিল, তখন দেশে চোখের জল বের করার মানুষ কম ছিল না। প্রত্যেকেই শহিদ জওয়ানদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল। দুঃখের বিষয় হল, কিছু প্রতিশ্রুতি কাগজেই আটকে গিয়েছে। এখনও দেশবাসীর মনে রয়েছে ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার কথা। ওই হামলার অপরাধী আজমল আমির কাসাবকে জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করেছিলেন এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর তুকারাম। পালিয়ে যাওয়ার জন্য তুকারামকে গুলি করেছিল কাসাব। বীরত্বের সঙ্গে কাসাবকে পালাতে দেননি তুকারাম। বীরত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতার এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তুকারামকে মরণোত্তর অশোকচক্র দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন বীরকে কী ভুলে যাওয়া উচিত?

আলোচনা যেহেতু শুরু হয়েছে, তাই নতুন আলোচনাও বেরিয়ে আসবে। কার্গিল যুদ্ধের বীরদের মধ্যে নয়ডার বিজয়ন্ত থাপারও ছিলেন। কার্গিল যুদ্ধের পর তাঁর নামে নয়ডার একটি প্রধান সড়কের নামকরণ করা হয়েছিল।

ওই সড়কের যেখানে বিজয়ন্ত থাপারের নাম লেখা রয়েছে, সেখানে পোস্টার সাঁটানো থেকেও বিরত থাকছে না মানুষ। তাঁর বাবা এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্নেল থাপার বলেছেন, যুদ্ধের পর ভারতে প্রায়শই শহিদদের আত্মবলিদান ভুলে যাওয়া হয়। শুধুমাত্র নিকটাত্মীয় ও বন্ধুরাই তাঁকে স্মরণ করেন। এই মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।

বর্তমান করোনা-পরিস্থিতিতে সমস্ত করোনা যোদ্ধাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তাঁদের মধ্যে চিকিৎসক, নার্স, পুলিশ, সুরক্ষা কর্মী, সাফাই কর্মী, ব্যাঙ্ক কর্মী, বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা রয়েছেন। আমরা কী সাফাই কর্মীদের ভুলতে পারি? নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা কাজ করে চলেছেন। করোনাকে হারানোর জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করছেন তাঁরা।

দিল্লি-এনসিআর-এ শহিদ ভগত সিং সেবা দল নামের একটি সমাজসেবী সংগঠন অভাবীদের কাছে খাবার ও মাস্ক পৌঁছে দিচ্ছে। শহিদ ভগত সিং সেবা দলের প্রধান জিতেন্দ্র শান্টি দেবদূতের মত কাজ করছেন।

তিনি হাজার হাজার অনাথের শেষকৃত্য করছেন। এইভাবে, অন্য অনেক সমাজসেবা সংগঠন ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত মানুষজন জনগনের মধ্যে সক্রিয় রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং দেশজুড়ে বিভিন্ন গুরুদ্বার দ্বারা দেশের সর্বত্র সেবামূলক কাজ করা হচ্ছে, যা লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয়। তাঁদের সমাজ কী নায়ক মনে করে না? সঙ্কটের সময় নিঃস্বার্থে মানুষের পাশে থাকা কী সামান্য ব্যাপার? এই ধরনের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতেই হবে। সিনেমার তারকাদের সম্মান হওয়া উচিত। কিন্তু, সত্যিকারের নায়কদের চিনতে হবে দেশকে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

ভারতে আসন্ন সংকটের পূর্বাভাস

হরিগোপাল দেবনাথ

দিন কয়েক আগে, সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, আর বি আই ,তথা ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক -এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির শোচনীয়তা ঘনিয়ে এসেছে। অবশ্য, এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গেছে আরও পূর্ব থেকে তাও কম-বেশি সকলেই জানেন। অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ্য করলে অথবা পর্যালোচ না করতে চাইলেই আমাদের দেশটার আর্থিক শোচনীয়তা, ঝাঁপিয়ে মুখ-খোলা বিষধর সাপের ফণার মতই দৃষ্টিগোচরে এসে যায়, এমনটা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করতে পেরেছেন। আমাদের প্রশাসনিক নেতৃবর্গ যতই মুখে অর্থাৎ প্রচারে দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিম্নমুখী অথবা প্রবৃদ্ধি কিংবা জিডিপি ঊর্ধমুখী ইত্যাদি বার্তা যতই আমাদের শোনাবার চেষ্টা চালান না কেন, ব্যাঙ্কে নিজেদের গচ্ছিত সঞ্চয় থেকে যখন টাকা তুলতে গিয়ে শুনতে পান যে, বিশ হাজার টাকার ওপরে একদিনে তোলা যাবে না, তখন আর বুঝতে কারো বাকী থাকারও কথা নয়, সঠিক রহস্যটা কোথায় নিহিত। আমরা সাধারণ নাগরিকরা যান যোগে পথে চলাচলে রীতিমত কষ্টকর পরিস্থিতি, গ্রামাঞ্চলের পীচ- উঠে যাওয়া, সুড়কি বেরিয়ে পড়া, এখানে ওখানে গর্ত কোথাও বা নালা খালের মতই রাস্তার পাশে বা মাঝখানে আর গাড়ীর চালক, সহঃ চালক, কন্ডাকটার,এমনকি কখনও ভাগ্যগুনে যদি সহযাত্রীরূপে জানা শোনা কোন সরকারী ঠিকেদার ভাই-বন্ধুকে পেয়ে জিজ্ঞেসও করি মুখের ওপরই জবাব চলে আসে—গত দু'বছরে পূর্বের বিলই এখনও পেমেন্ট পাবার বাকী; রয়েছে, বলুন না রাস্তা-ঘাট কীভাবে ঠিক হবে, ইত্যাদি রকমের যুক্তি প্রদর্শন, সেই অবস্থায় কে না বুঝবেন যে, সরকার বাহাদুরের রাজকোষ ফাঁকা বা অর্থবলের দৌরাত্ম্য বাড়ন্ত ? আজকাল নববর্ষ, শারদোৎস, ঈদ, বড়দিন এসব উৎসব-পার্বণ বা ধর্মীয় মেলা, সংক্রান্তির-পার্বণ এগিয়ে এলে, কথাচ্ছলেও যদি পরিচিত ব্যবসায়ী জিজ্ঞেস করি জানতে পাই যে —বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ, বেচা,বিক্রি নেই, মানুষের হাতে পয়সা-কড়িও নেই, কী দিয়েই বা তারা কিনবেন? আর আমাদের অবস্থা তো আরও সঙীন, রোজী- রোজগার ছাড়া আমরাও বাঁচি কীভাবে? বলুননা, এজাতীয় উত্তর আপনিও হয়তো শুনে থাকতে পারেন। তাহলে এর পরেও বুঝতে অসুবিধে হয়; দেশটার পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে?

আরেকটি বিষয়ও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন। কি রাজ্যে কি কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারের ব্যয়-সংকোচন পলিসি কার্যকরী হতে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে; যার ফলে উন্নয়নমূলক উল্লেখযোগ্য তেমন কর্ম-পরিধির কথা না-ই বা মুখে আনলুম, দশকের পর দশক ধরে রাজ্যের তথা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বেকার সমস্যা লাঘব করতে কর্মসংস্থানের তেমন সরকারী তৎপরতা চোখে পড়ছে না। তবে, বামপন্থীদের মতই রাজ্যের শ্রীরামপন্থীদেরও একই অবস্থা চোখে পড়ছে। বড়শিতে টোপ গিলিয়ে কীভাবে মাছকে খেলানো যায়, এই কৌশলটি তারা উভয়পক্ষই বেশ আয়ত্তে রেখেছেন। আর হবে না-ই বা কেন? বাম বা রাম---এর জার্সি-বদল তো হয় নেতৃবর্গের, আমলা, ক্যাডার কিংবা কামলা অর্থাৎ একনিষ্ঠ কর্মীবর্গের তো সংঘ-তালিকায় নাম লিখালেই কেল্লা ফতে—এরই নামে তাদের জার্সি-বদল হয়ে যায়।

যাক, পাঠকবর্গ ভেবে বসবেন না যে, সম্প্রতি 'করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে আড়াল করে রাখতে চেয়ে ঘর-বন্দী (লকডাউন) হয়ে থাকার সুবাদে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটতে চলেছে—এই যুক্তি খণ্ডন করতে চেয়েই আমি সকলের দৃষ্টির মোড় ঘোরাতে চাইছি। না তা কিন্তু মোটেই নয়। এক শ'বার, হাজার বার স্বীকার করব—হ্যাঁ, লকডাউন জন-জীবন ও প্রাণ-রক্ষার্থে দেশের বিকল্পহীন ব্যবস্থা, চিকিৎসা-বিধি-সম্মত ওষুধ বা যথাযথ প্রতিষেধক যতক্ষণ না হাতের মুঠোয় আসছে এই তালাবন্দী অর্থাৎ লকডাউন ব্যবস্থাই যথোচিত উপায়। তবে একথাও কিন্তু অস্বীকার করার পথ খোলা নেই যে, লকডাউনের ফলে আমাদের রাজ্যের ও সারা দেশের কিংবা গোটা সমাজের কথা-ই বলি না কেন, যারা সমাজের অধিকাংশ মানুষ—সেই শ্রমজীবীগণ, যাদের কাজ করলে হাতে পয়সা আসে আর পকেটে পয়সা না থাকলে পেটেও ভাত জোটেনা, জোটার কোন গ্যারান্টি বা উপায় নেই—তারাই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন, নিতান্তই অসহায়। দ্বিতীয় ধাপে বিপন্ন হচ্ছেন যাদের পেটের ভাত-যোগাড়ে রুজী আনতে ছোট-খাটো ব্যবসা বা কৃষি কাজ করতে হয়। এই শ্রেণির মানুষরাই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর এরাই পিবর্যস্ত বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে। সরকার ঠুঁঠো জগন্নাথ হয়ে বসে তা বলছি না। তবে সরকারী ঘোষণাও বাস্তব কর্ম সর্বত্র না হলেও কোথাও কোথাও যথেষ্ট পরিমাণে ফাঁক রয়েছে একথা আশা করি শাসকগোষ্ঠীর ঘোর সমর্থকগণও অস্বীকার করতে পারেন না, তাই, বলছিলুম করোনা-র আবির্ভাবের ফলেই যে আমাদের দেশটার অর্থনৈতিক দুর্গতি আসন্ন বা সম্ভাবনা দেখা দিল শুধু এরকমটা ভাবাও পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হবে না।

মোদ্দা কথা হল, অর্থনৈতিক দুরবস্থা স্বাধীনোত্তর ভারতের জন্মগত ব্যাধি। স্বাধীনোত্তর ভারতের কথাই তুলে ধরতে চেয়েছি। কারণও রয়েছে এর । কেননা, পূর্বেকার হিন্দু,বৌদ্ধ, ব্রহ্মণ্য কিংবা কুষান বা গুপ্ত যুগেও কখনও গোটা ভারতবর্ষ একই শাসন -ছত্র-ছায়া তলে ছিল না। সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র মহারন সংঘটিত হবার পরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মাধ্যমে তখনকার ছোট-বড় রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে 'মহাভারত' রচনা করে দিয়েছিলেন, তার পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে তা গুঁড়িয়ে যায়।

এরপর কালপ্রবাহে, ইতিহাসের গতির উত্থান-পতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর বুকে যেমন অসংখ্য রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে তদ্রূপ নানাপরিবর্তন এসেছে আমাদের ভৌগোলিক পরিবেশে আর সমাজ জীবনেও। তাই কালে কালে ভারতবর্ষেও আবার সৃষ্টি হয়েছিল অগণিত ছোট বড় রাজ্য সমূহের। এমনকি, মধ্যযুগ পেরিয়ে এসে আমরা আধুনিক কালেও পাল রাজাদের উত্থানের পূর্বে রাজ্যে রাজ্যে হানাহানি রেষারেষির কথা ইতিহাস পাঠ থেকে জানতে পারি। তখন মাৎসন্যায়ের কবল থেকে রক্ষা পেতে জনগণই রাজা গোপালকে নির্বাচিত করেছিলেন, যেখান থেকে পাল সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটেছিল।

যাক, অতঃপর আমরা মোগল যুগে এসে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী একক সাম্রাজ্যের সূচনার প্রয়াস দেখলেও সম্রাট ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে এক শাসন ছত্রতলে আনতে পেরেছিলেন বলে জানা যায় না, পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরাই সে কাজ সম্পন্ন করতে পেরিছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শাসন - শোষণ আর নিষ্ঠুর অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেই সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু, যতদূর জানা যায়, মুসলিম শাসকরা যারা বহির্ভারত থেকে এসে দেশের শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েছিলেন, তাদের অনেকেই এদেশের মাটি আর মানুষকে সহজেই আপন করে নিতে পেরেছিলেন। সেই তুলনায় সাম্রাজ্যবাদী সেয়ানা শোষক ব্রিটিশরা ছিল অন্য ধরনের। শাসনের আড়ালে শোষণ করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আর, তাই নিষ্ঠুরতম শোষকগোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসকরা তাদের শোষণের জাঁতাকল দুর্দমনীয় রাখার উদ্দেশ্যেই একের পর এক চাল থেকে কূটচালের জাল সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছিলেন দেশের অভ্যন্তরে। বৌদ্ধ-যুগের পর ব্রাহ্মণ্যযুগের সূচনায় শঙ্করাচার্যের সময়ে যে বৌদ্ধ বিরোধী সেন্টিমেন্ট মাথা চাড়া দিয়েছিল, তখন একটা জাতীয়তাবাদী সংহতি বা ন্যাশনালিটির সূত্রপাত হয়েছিল। তারপর মোগলযুগে এসে তাও ফুরিয়ে যায়। তারপর, ব্রিটিশরা এসে জাতীয় সেন্টিমেন্টের অভাববোধটা ভালভাবেই আঁচ করতে পারে। তাদের কূটকৌশল 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি' (ভাগ করো আর শাসন করো নীতি) তারা ভারবতবাসীর ওপর চাপাতে থাকে। তাই, ব্রিটিশ যুগে আমরা দেখি শুধু হিন্দু- মুসলিম ধর্মমতের গোঁড়ামিই নয়;এছাড়াও বর্ণভেদ, জাতভাগ সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত আর অস্পৃশ্য-অবহেলিত ইতাদি হাজার রকমের বিভেদনীতির কৌশল চালিয়ে একদিকে আর অপরদিকে আমাদের দেশের অর্থলোভী, ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্ধ লোকদের কায়দা করে বশ মানিয়ে দেশটার ওপর তাদের শোষণের স্টীম রোলার চালাতে তারা অনায়াসে মওকা পেয়ে যায়।

আমাদের এই আলোচনার স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত ব্যাখ্যার সুযোগ নেই বলে দুয়েকটি ইতিহাস নির্ভর দৃষ্টান্তই তুলে ধরতে চাইছি শুধু এই টুকু প্রমাণ করার জন্যে যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকেই সূত্র পাত ঘটিয়ে, স্বাধীনতার নামে আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিটাই কীভাবে দেশীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ প্রভুদের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক বর্তমান দুর্দশার বীজ উপ্ত হয়ে গিয়েছিল এখনই। এখন শুধু সেই বিষ বৃক্ষে মুকুল এসেছে মাত্র। বিদেশাগত সাদা চামড়ার শোষকরা চলে যাবার পর থেকে মুড়ো-পাছা সবল করে এখন জাঁকিয়ে শোষণ চালাচ্ছে আমরা দেশীয় পুঁজিপতিরা।

প্রখ্যাত লেখক ও বিশ্লেষক মি. বি. এস. সিনহা তাঁর লেখা (India Faces Shudra Revolution') বইতে বলেছেন—" আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল এই উদ্দেশ্য নিয়েই যাতে ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে চলে যায় আর দেশের শাসনভার আমাদের নেতাদের হাতে চলে আসে। এই উদ্দেশ্যই দেশীয় নেতৃবর্গ চেয়েছিলেন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর তাই তাঁরা দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে আগ্রহী ছিলেন না''।

প্রাউট-প্রণেতা মহান দার্শনিক শ্রী পি আর সরকার তাঁর " To the Patriot")'' বইতে উল্লেখ করেচেন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরিবর্তে শোষণ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্ব রাখাতেন, তাহলেই ব্রিটিশরা বাধ্য হত এদেশ থেকে হাতগুটিয়ে নিতে আর তাহলে ১৯৪৭ সালে দেশে ভাগ হত না আর এর পরে দেশীয় শোষকরাও দমে যেতে বাধ্য হত। কিন্তু সেটি হয় নি, কারণ, সেই আন্দোলন মূলতঃ পরিচালিতই হত দেশীয় জমিদার,পুঁজিপতি ও ধনিকদের সহায়তায়।

বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী উর্বশী বর্মিজা তার (Middle class character of the political elite) নামক পেপারে মন্তব্য করেছেন যে---স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস দলের ("natural building blocks") তৈরি হয়েছিল (from dominant land owning castes or socially powesful groups") উল্লেখ্য, সেই সব নেতৃবৃন্দের আত্ম কেন্দ্রিক মানসিকতার কারণেই তাঁরা পরবর্তীকালে ভূমিসংস্কার থেকে পরবর্তী পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে ভারতে সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা ও দেশের বাণিজ্য নীতি ইত্যাদি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও অপ্রত্যাশিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। (পরবর্তী অধ্যায়ে আরও রোম-হর্ষক কাহিনী উল্লেক -করা হবে।)

শনিবার আগরতলায় রিলায়েন্স ট্রেন্ড্রে আচমকা প্রশাসন থেকে হানাদারি চলে। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার অধ্যাদেশ জারি

মনির হোসেন, ঢাকা, মে ০৯।। ডিজিটাল পরিষেবার মাধ্যমে জরুরি মামলার শুনানি ও নিষ্পত্তি করতে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত অধ্যাদেশের অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।শনিবার এই অধ্যাদেশ জারি সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, আজ থেকে অধ্যাদেশটি কার্যকর হবে।এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, অধ্যাদেশ অনুসারে, প্রয়োজনবোধে যেকোনো সময় ডিজিটাল পদ্ধতিতে মামলার শুনানি ও নিষ্পত্তি করতে অডিও ও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

চলমান করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২৬ মার্চ থেকে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগসহ দেশের সব আদালতের নিয়মিত কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।চলমান বন্ধের সময় ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার অনুমতি দেওয়ার জন্য একাধিক আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করেছিলেন।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের নিয়ে সম্প্রতি একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে একটি অধ্যাদেশ জারির জন্য সরকারকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত হয়।

যেন ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মামলার শুনানি ও নিষ্পত্তি করা যায়।এরপর, গত বৃহস্পতিবার আদালতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল উপায়ে আদালত পরিচালনার বিষয়ে মন্ত্রিসভা একটি অধ্যাদেশ অনুমোদন করে।

বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম তার সচিবালয়ের সংবাদ ব্রিফিংয়ে অধ্যাদেশ অনুমোদনের কথা জানান।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বন্ধের কারণে দীর্ঘদিন ধরে ন্যায়বিচার থেকে মানুষ বঞ্চিত রয়েছে এবং মামলা জমে যাচ্ছে।

বিদেশি কূটনীতিকরা তাদের প্রটোকল মেনে চলবেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মনির হোসেন, ঢাকা, মে ০৯।। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বিদেশি কূটনীতিকদের তাদের প্রোটোকল মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন।

মন্ত্রী শনিবার এক ভিডিও বার্তায় বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের টুইটারে বিবৃতি দেওয়া 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাদের যদি কোন কথা থাকে তারা আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানাতে পারতেন। তারা সেটা না করে জটলা পাকিয়ে অভিন্ন বিবৃতি দিয়েছেন। তারা রাজনীতির মহড়ায় চলে গেছেন।এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং অপ্রত্যাশিত।মোমেন প্রশ্ন রাখেন, এই কূটনীতিকরা কি এখানে রাজনীতি করবেন? তারা কি এদেশে ইলেকশন করবেন? আমি আশা করব তারা তাদের প্রটোকল মেনে চলবেন।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ সাতজন বিদেশি রাষ্ট্রদূত প্রায় অভিন্ন ভাষায় করোনা ভাইরাস সংকট চলাকালে নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিক তথ্য প্রচারে গণমাধ্যমের মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে পৃথক টুইট করেন।

ড় মোমেন বলেন, আমি খুবই খুশি হতাম, তারা যদি যৌথভাবে বিবৃতি দিয়ে বলতেন, রাখাইনে যুদ্ধ হচ্ছে, মিয়ানমারের উচিৎ রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান নির্যাতন বন্ধ করা।মন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্রদূতগণ জ্ঞানী-গুণী মানুষ তারা কূটনৈতিক শিষ্টাচার এবং তাদের প্রটোকল বজায় রেখে কাজ করবেন।

সুস্থ আছি, অসুস্থতার জল্পনা উড়িয়ে জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.) : সুস্থ আছেন, অসুস্থতার জল্পনায় জল ঢেলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত কয়েক দিন যাবৎ তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুজব ও উদ্বেগ ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। শনিবার তারই জবাব দিতে টুইটারে বিবৃতি দিয়ে অমিত শাহ জানালেন, সুস্থ আছি, ভালো আছি।

করোনা আবহে বেশ কয়েকদিন ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের স্বাস্থ্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু গুজব রটে। অবশেষে শনিবার এনিয়ে টুইটারে বিবৃতি দিয়ে অমিত শাহ জানালেন, 'যখন এসব গুজব আমার নজরে আসে আমি ভাবলাম মানুষ নিজের কল্পনাশক্তিতে ভর করে থাকুক। তাই আমি কোনও প্রতিক্রিয়া দিইনি।' টুইটে তিনি আরও লিখেছেন, 'আমার বেশ কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি আমার সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার করছে। কেউ কেউ তো টুইট করে আমার আত্মার শান্তি কামনাও করেছেন। দেশ যখন করোনা ভাইরাসের অতিমারির সঙ্গে লড়াই করছে আর দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক রাত পর্যন্ত মন্ত্রকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকছে তখন এইসব বিষয়ে ভাবার অবকাশ থাকে না।'

অপপ্রচারকারীদের একহাত নিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, 'হিন্দুদের মধ্যে এমন ধারণা রয়েছে যে, এইধরনের গুজব স্বাস্থ্যকে আরও তরতাজা করে তোলে। আমি আশা করব তাঁরা এবার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে নিজেরাও কাজ করবেন আর আমাকেও কাজ করতে দেবেন।' যে সমস্ত দলীয় কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর শারীরিক সুস্থতা কামনা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি অমিত শাহ।

এর সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন, 'কিন্তু লাখ লাখ দলীয় কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা যখন গত দুই দিন ধরে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, তখন তা এড়িয়ে যাওয়া আসম্ভব হল। এই কারণে আজ জানাচ্ছি, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি এবং আমার কোনও অসুখ নেই।'

লকডাউনের তৃতীয় পর্যায় হিমাচল প্রদেশে বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমন

শিমলা, ৯ মে (হি. স.): লকডাউনের তৃতীয় পর্যায় হিমাচল প্রদেশ জুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা।৪ মে থেকে প্রতিদিনই আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলছে। বিগত ছয়দিনে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ১০।মৃত্যু হয়েছে একজনের। রাজ্যজুড়ে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০।

রাজ্যের চম্বা জেলায় মারণ এই রোগে দুইটি দুই বছর বয়সী শিশু আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্যের ১২ জেলার মধ্যে আটটি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে করোনা। লকডাউনের দ্বিতীয় দফা ৩ মে শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা মনে করেছিল যে শীঘ্রই হয়ত করোনা মুক্ত হবে হিমাচল প্রদেশ।মনে করার পেছনে কারণও যথেষ্ট ছিল। সেই রাজ্যের চারটি জেলাকে করোনা মুক্ত করা গিয়েছিল। কিন্তু এরপরই ছবিটা বদলাতে শুরু করে।তথাকথিত গ্রীন জোনে ছড়িয়ে পরে করোনা সংগ্রহণ।শিমলা জেলাতেও চলে আসে করোনা।

বাইরে থেকে রাজ্য যারা এসেছে তাদের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণ দেখা দেয়।ফলে ঘুম ছুটে যায় প্রশাসনের।উল্লেখ করা যেতে লকডাউনের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ অন্যান্য রাজ্য থেকে হিমাচল প্রদেশে এসেছে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে আসার পর থেকে করোনার সংক্রমণ বেড়ে গিয়েছে।ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে আসা লোকেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে।

মেঘালয়ে আরও এক কোভিড-১৯ পজিটিভ, সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩-য়

শিলং, ৯ মে (হি.স.) : টানা প্রায় তিন সপ্তাহ বিরতির পর মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে নতুন আরও একজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ১৩-য় দাঁড়িয়েছে। এই খবর টুইট করে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা।

কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে নিহত শিলং ও নংপোর বেথানি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী ডা. জন এল সাইলো রাইন্টার্থিয়াঙের বাড়িতে থাকতেন। গত ১৪ এপ্রিল রাত ২:৩০ মিনিটে

ছয়ের পাতায়

করোনা সংক্রান্ত ভুয়ো খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানোয় মহারাষ্ট্রে গ্রেফতার ১৯৬

মুম্বাই, ৯ মে (হি. স.) : ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রে। করোনা সংক্রান্ত ভুয়ো খবর, অসত্য তথ্য এবং আপত্তিকর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার মানুষের মধ্যে আরও বেশি আতঙ্ক ছড়ানোয় মহারাষ্ট্রে গ্রেফতার করা হয়েছে ১৯৬ জনকে। ইতিমধ্যেই ৩৬৩টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে মারাঠা সাইবার সেলে।

শনিবার মহারাষ্ট্র পুলিশের সাইবার সেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এর মধ্যেই ১৯৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যে ক'টি মামলা দায়ের হয়েছে তার মধ্যে ১৫৫টি কেস 'হোয়াটসঅ্যাপ ফরোয়ার্ড'-এর সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপেই ৪২ শতাংশেরও বেশি ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে। আর কোনওভাবেই যাতে করোনা সংক্রান্ত কোনও ভুয়ো খবর মহারাষ্ট্রে ছড়াতে না পারে সেদিকে নজর রাখছে সাইবার সেল। মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে একটি টিকটক ভিডিওর মাধ্যমে করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে দায়ী করা হয়েছে। এমনকি ওই নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষারও প্রয়োগ করা হয়েছে। লকডাউন জারি হওয়ার পর থেকে এই একটা জেলাতেই অন্তত ১৪টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

করোনায় বাংলাদেশে আরও ৮ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৬৩৬

মনির হোসেন, ঢাকা, মে ০৯।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৬৩৬ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩ হাজার ৭৭০ জন। আরও ৮ জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শনিবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৪ জনে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৫ হাজার ২৪৭টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৫ হাজার ৪৬৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।এছাড়া নতুন করে আরও ৩১৩ জন করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ায় মোট ২ হাজার ৪১৪ জন সুস্থ হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সোদপুরে স্ত্রী ও মেয়েকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার আইনজীবী

বারাকপুর, ৯ মে (হি. স.) : স্ত্রী ও মেয়েকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী। শনিবার এই ঘটনা ঘটে উত্তর ২৪ পরগণার সোদপুরে। পেশায় আইনজীবী অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আটক তার বাবা ও ভাই। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল সোদপুর প্রিয়নগরে।

করোনা আবহে দেশজুড়ে বেড়েই চলছে লকডাউনের মেয়াদ। আর এই মেয়াদ যত বাড়ছে ততই বাড়ছে পারিবারিক অশান্তির ঘটনা। শনিবার এমনই এক পারিবারিক অশান্তির ঘটনা ঘটল উত্তর ২৪ পরগণার সোদপুরে। পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করল স্বামী। পেশায় আইনজীবী অনিল হেলা তার স্ত্রী সঙ্গীতা(৩৯) ও ছোট মেয়ে নেহাকে(১৫) শ্বাসরোধ করে খুন করেছে বলে অভিযোগ প্রতিবেশীদের। খড়দহ থানার পুলিশ অভিযুক্ত আইনজীবীর তার বাবা ও ভাইকে আটক করেছে। অভিযুক্ত অনিলকে গ্রেফতার করেছে খড়দহ থানার পুলিশ।

স্থানীয়দের দাবি, স্ত্রী সঙ্গীতার সঙ্গে অনিলের দীর্ঘদিন বনিবনা হচ্ছিল না। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তাদের বচসা দীর্ঘদিনের। তবে যেহেতু অনিল ও সঙ্গীতার দুই মেয়ে। সেই কারণে সঙ্গীতা স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেও শ্বশুরবাড়িতে থাকত। শনিবার সকালে স্বামী-স্ত্রীর বচসা চরমে ওঠে। অভিযোগ, প্রথমে সঙ্গীতাকে শ্বাসরোধ করে মারে অনিল। বাবাকে বাঁধা দিতে এগিয়ে আসে ছোট মেয়ে বছর ১৫'র নেহা। তখন তাকেও একই ভাবে মারা হয় বলে অনুমান স্থানীয়দের। তাদের খড়দহ বলরাম সেবা সদন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। খড়দহ থানার পুলিশ অভিযুক্ত আইনজীবীর তার বাবা ও ভাইকে আটক করেছে। অভিযুক্ত অনিলকে গ্রেফতার করেছে খড়দহ থানার পুলিশ।

পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে দুই সরকারকেই বিঁধলেন সূর্যকান্ত মিশ্র

কলকাতা, ৯ মে (হি. স.) : পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের টালবাহানা ও বাকযুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ কর সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। শনিবার তিনি বলেছেন, অযথা বিলম্ব করা হচ্ছে শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর কাজে।

সূর্যবাবুর অভিযোগ, কেন্দ্র এবং এরাজ্যের সরকার সময়ে দায়িত্ব পালন করেনি বলেই এই অবস্থা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ চিঠি পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি কী করছিলেন যখন কর্ণাটক থেকে এরাজ্যে ফিরতে চাওয়া শ্রমিকদের আটকাতে কর্ণাটক সরকার ট্রেন বাতিল করে দিয়েছিল? শ্রমিকদের আন্দোলন ও বিক্ষোভের চাপেই শেষ পর্যন্ত তারা ট্রেন দিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারও শ্রমিকদের ফেরাতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। কেরালা থেকে বাংলার শ্রমিকদের ফেরা আটকাতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীই ট্রেন আটকে রেখেছিলেন।

সূর্যবাবু বলেন, "এখন ট্রেনের আসা সম্পর্কে রাজ্য সরকার যা ঘোষণা করছে তার সঙ্গে রেলের ঘোষণার মিল নেই। রেল থেকে জানানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পেশাল ট্রেনের জন্য প্রস্তাবই পাঠায়নি। এই অস্পষ্টতা কেন? এখন শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার কথা যা বলা হচ্ছে সেটা অবিরাম লড়াইয়ের ফল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না আঁচালে এই দুই সরকারকেই কোনো বিশ্বাস নেই।

সূর্যকান্ত মিশ্র একথাও বলেছেন, রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে, কবে কোথায় কোন ট্রেনে শ্রমিকরা আসছেন এবং সেই অনুযায়ী প্রশাসনকে প্রস্তুতি নিতে হবে। শুধু তো ট্রেনে আনলেই হবে না, তাঁদের যথাযথভাবে ঘরে ফেরাতে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, প্রয়োজনে কোয়ারান্টিনে রাখা এবং অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। অন্য রাজ্য থেকে এরাজ্যের শ্রমিকদের আনা ছাড়াও আমাদের রাজ্যের ওপর দিয়ে অনেক শ্রমিক অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন, এখনও তাঁরা রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছেন বলে আমাদের কাছে খবর আছে। এদের সবার ঘরে ফেরার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই সব কাজে অযথা কালক্ষেপ করা হলে আবারও কোনো খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, "বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের সুষ্ঠুভাবে ঘরে ফেরার বিষয়ে শুধু সরকারের ভরসায় না থেকে জেলায় জেলায় সিপিএম-'র নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দকেও সতর্ক ও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ পাঠিয়েছেন সূর্য মিশ্র। তিনি বলেছেন, ট্রেনে শ্রমিকদের ফেরার প্রসঙ্গে কোন ট্রেন কোথা থেকে কোথায় আসছে তার সূচীগুলো সরকার স্পষ্ট করে জানালে আমাদের বামপন্থী কর্মীরাও ঘরে ফেরাদের সাহায্য করতে পারবেন। এরজন্য আমরা জেলায় জেলায় পার্টি কর্মীদের সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে বলেছি। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা নিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ, নৈরাজ্য বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা যাতে না হতে পারে তার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে

কৌশল বিকাশে প্রকল্পে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা রোগীদের সেবা করে চলেছে

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.): কৌশল বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ১৫০০ বেশি স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সেবায় গোটা দেশজুড়ে নিয়োজিত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। এদের মধ্যে ৫০ শতাংশই হচ্ছে মহিলা, যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনা রোগীদের সেবা করে চলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার মুক্তার আব্বাস নাকভি আরও জানিয়েছেন, চলতি বছরে ২০০০ বেশি স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এদের প্রশিক্ষিত করে তুলবেন বিভিন্ন নামজাদা হাসপাতাল, স্বাস্থ্য সংগঠনগুলি। ওয়াকফ বোর্ড, ধার্মিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী কেয়ার ফান্ডের ৫১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারীদের খাবার ও অত্যাবশ্যক পণ্য বিভিন্ন ওয়াকফ বোর্ডের তরফ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। ১৬ হাজার হজ হাউজকে করোনা মোকাবিলার জন্য প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে।যা বিভিন্ন রাজ্যের সরকার প্রয়োজন মতো ব্যবহার করছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটিকে কোয়ারেন্টাইনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পি এম কেয়ারে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে আলিগড় মুসলিম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ১০০ শয্যার পৃথক ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। এ ছাড়া করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯০০০ পরীক্ষা এখনো পর্যন্ত করা হয়েছে।

আপনার মতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগে কখনো আসেনি, আগামী দিনেও আসবে না: রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে কুৎসা ছড়ানো হয়েছে, তা নিয়ে সরব হলেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। অমিত শাহর সুস্বাস্থ্য কামনা করে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, 'আপনার মতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগে কখনও আসেনি এবং আগামী দিনে আসবে বলে মনে হয় না। এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডাও।

শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি খবর ভাইরাল হয়ে পড়ে। যেখানে দাবি করা হয় অমিত শাহর গলার পেছনের দিকে হাড়ে ক্যান্সার হয়েছে। রমজান মাসে তার সুস্বাস্থ্যের জন্য যাতে মুসলমানরা দোয়া করে সেই দাবিও ওই খবরে করা হয়। এরপর এই শনিবার নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তিনি সুস্থ রয়েছেন এবং তার কোনও অসুখ করেনি। তার স্বাস্থ্যের খবর নেওয়ার জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থকদের টুইট করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে নিজের টুইট বার্তায় বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা লিখেছেন, " এইসব কুৎসা নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না।আমি নিজেও একাধিকবার এই কুৎসার শিকার হয়েছি। কিন্তু প্রতিবার আরো সবল হয়ে ফিরে এসেছি। গোটা বিশ্ব দেখছে আপনি দিন রাত কিভাবে দেশের জন্য পরিশ্রম করে চলেছেন। আপনার মতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগে কখনও আসেনি আর আগামী দিনেও আসবে বলে মনে হয় না। "

বিজেপি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে যে অমানবিক টিপ্পনী করা হয়েছে, তা নিন্দনীয়। কারও শারীরিক অবস্থা নিয়ে কুৎসা ছড়ানো নিচ মানসিকতার পরিচয় বহন করে। এর চরম নিন্দা করছি। ভগবান তাদের সদবুদ্ধি দিক।"

সীমান্তবর্তী একালাকা দিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রবেশ করছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা, আতঙ্ক বাড়ছে এলাকায়

ঝাড়গ্রাম, ৯ মে (হি. স.) : ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকেরা প্রতিদিন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলায় প্রবেশ করছেন। আর এর জেরে ঝাড়গ্রাম জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষজনদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। জেলা প্রশাসনকে কোন খবর না দিয়েই ঝাড়খন্ড,ওড়িশা দিয়ে লোকজনদের ঝাড়গ্রামের দিকে পাঠানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিদিন শয়ে শয়ে পরিযায়ী শ্রমিকেরা ঝাড়খন্ড, ওড়িশা,ছত্তিশগড়,আসাম সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ঝাড়গ্রামে আসছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার জামাবনি ব্লকের ঝাড়খন্ড সীমনা এলাকা দিয়ে চিচিড়াতে প্রচুর লোকজন এসে পৌছেছে বলে প্রশাসন সূ জানা গিয়েছে।ব্লকের বিডিওদের নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসন।এদিকে ঝাড়গ্রাম জেলায় দু জনের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।তারা পূর্ব মেদিনীপুরের বড়মাতে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও ঝাড়গ্রাম এখনো গ্রীন জোনেই রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের আধিকারিকেরা।কিন্তু যে ভাবে ভিন্ন রাজ্য থেকে লোকজন প্রতিদিন জেলায় ঢুকছে তাতে আতঙ্ক বাড়ছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যায় ওড়িশা রাজ্য থেকে প্রায় চারশো লোকজন পায়ে হেঁটে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের হাতিবাড়ি হয়ে ব্লকে ঢুকে পড়ে।এরা ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা থেকে ঢুকে পড়ে।এরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার লোকজন।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ওড়িশা রাজ্য প্রশাসন থেকে কোন রকম তথ্যই দেওয়া হয়নি ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনকে।এই সব মানুষদের জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আটটি বসে করে তাদের গন্তব্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।তাদের পাঠানোর আগে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের খাবার দেওয়া হয়।অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সরকারি বাসে করে তাদের ফেরানো হয়।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ১৯৬ জন মুর্শিদাবাদ,৪৬ জন নদীয়া,৩৭ জন মালদা,১৮ জন দক্ষিনদিনাজপুর,৪ জন উত্তরদিনাজপুর, ২১ জন বাঁকুড়া,২০ পশ্চিমমেদিনীপুর এবং ২৬ জন ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দা ছিলেন।এদের সকলকেই সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিজেদের জেলায় ফেরানো হয়েছে।তবে যেভাবে নিত্যদিন অসংখ্য মানুষ ভিন রাজ্য থেকে ঝাড়গ্রাম জেলায় ঢুকে পড়ছে তাতে সীমান্তবর্তী এলাকায় একটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্ডার এলাকাগুলিতে নজরদারি রাখা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে তাদের ফেরানো হচ্ছে।ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী বলেন " ঝাড়গ্রাম জেলার অন্য রাজ্যের বর্ডার দিয়ে প্রচুর মানুষ আসছেন।গোপীবল্লভপুর এক ব্লকে যারা ওড়িশা থেকে এসেছিলেন তাদের সরাকারি ব্যবস্থাপনায় ফেরানো হয়েছে। বর্ডার গুলিতে নজর রাখা হচ্ছে।"

অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তের ত্রাণ সামগ্রী অগ্রাহ্য তাঁর নির্বাচন এলাকায়

নগাঁও (অসম), ৯ মে (হি.স.) : আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্তের কাছ থেকে কোনও ত্রাণ সামগ্রী তাঁর নির্বাচন এলাকা বড়মপুরের মানুষ গ্রহণ করেননি।

জানা গেছে, বড়মপুর নির্বাচন ক্ষেত্রের অন্তর্গত নেধারগাঁওয়ে গিয়েছিলেন আর্তদের খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিলি করবেন বলে। নেধারগাঁওয়ের মানুষ সে সব সামগ্রী প্রত্যাখান করে তাঁকে বিমুখ করেছিলেন। এর পর গতকাল গিয়েছিলেন কামপুরের হালোয়া ভকতগাঁওয়ে। ভকতগাঁওয়ের মানুষও তাঁর কাছ থেকে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করেননি বলে খবর পাওয়া গেছে। গ্রামের সিংহভাগ মানুষ তাঁদের ঘর থেকেই বের হননি। রাজ্যের আঞ্চলিক দলের হেভিওয়েট নেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্তের বিতরিত ত্রাণ সামগ্রী জনতা প্রত্যাখান করছেন বলে খবর চাউর হলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। এর কারণ হিসেবে স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে, ইতিমধ্যে সরকার বহু ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করেছে। কিন্তু যখন চরম পরিস্থিতিতে তাঁরা পড়েছিলেন, তখন বড়মপুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছায়াও পড়েনি তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রের কোথাও। তাঁদের দুর্দিনে খবর নিতে ভুলে গেছেন তিনি। তাই দুর্দিনে যাঁকে দেখা যায়নি এখন তাঁর হাত থেকে খুদ খেয়ে ভোক নষ্ট করার মানেই হয় না।

এদিকে দুই জায়গায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে বড়মপুরের তেতেলিসরা গ্রাম পঞ্চায়ত এলাকার কয়েকজনের হাতে ত্রাণের কয়েকটি পুটুলি তুলে দিয়ে ফিরে গেছেন প্রফুল্লকুমার মহন্ত ও তাঁর পরিবার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

‘রামায়ণ’ হারিয়ে দিল ‘গেম অব থ্রোনস’কে

ভারতে দেশজুড়ে লকডাউন। এতে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন ভারতীয় বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু ভারতীয় দূরদর্শন যেন লকডাউনে কিছুটা সুখবর বয়ে আনল। পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় এক ধারাবাহিককে এক ধাক্কায় নিচে ফেলে দিল ভারতীয় এক মিথলোজিক্যাল সিরিজ।আশির দশকের ধারাবাহিক সিরিজ ‘রামায়ণ’ এবার শীর্ষস্থান থেকে হটিয়ে দিল ‘গেম অব থ্রোনস’কে। সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়া এই সিরিজ এত দিন এক দিনে টিভিতে সবচেয়ে বেশি দর্শকের দেখায় শীর্ষস্থানে ছিল। এবার লকডাউনের বদৌলতে সেই শীর্ষ মুকুট কেড়ে নিল ‘রামায়ণ’। এক দিনে বেশিবার দেখা সিরিজের তালিকায় শীর্ষে ভারতীয় এই মিথলোজিক্যাল সিরিজ।সম্প্রতি ডিডিইন্ডিয়া তাদের টুইটারে এই তথ্য পোস্ট করেছে। তা ছাড়া একটি জরিপেও এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল ‘রামায়ণ’ দেখেছে ৭৭ মিলিয়ন দর্শক। অর্থাৎ ৭ কোটি ৭০ লাখ দর্শক এক দিনে দেখেছে, যেখানে ‘গেম অব থ্রোনস’—এর রেকর্ড ছিল এক দিনে ১৯ দশমিক ৩ মিলিয়ন। ‘গেম অব থ্রোনস দেখেছে ১ কোটি ৯৩ লাখ লোক। ‘রামায়ণ’ সেই সময়েও বেশ দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছিল। কিন্তু ঠিক কত, সে হিসাব হয়তো এখন পাওয়া যাবে না। তবে এখনো যে ভারতীয় দর্শকের কাছে এই সিরিজের আবেদন কমেনি, তা বোঝা গেল এই জরিপে।‘রামায়ণ’ সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন অরুণ গোভিল ও দীপিকা চিখালিয়া।

অন্যদিকে, ‘গেম অব থ্রোনস’-এ তারকার জয়জয়কার।. তখনকার কোচ এরনেস্তো ভালভেরদেকে ছাঁটাই করা উচিত ছিল বলে অনেকের মত। কিন্তু বার্সেলোনা তা করেনি। অবশ্য তাতে ভালো কিছুও হয়নি; মৌসুমের মাঝামাঝি গত জানুয়ারিতে তাকে বিদায় করে কর্তৃপক্ষ। ক্লাবটির ইতিহাসে গত ১৫ বছরে কোচ ছাঁটাইয়ের যা প্রথম ঘটনা।

ভালভেরদে যাওয়ার কিছুদিন পর দলটির অন্যতম পরিচালক এরিক আবিদাল মন্তব্য করে বসেন, ভালভেরদের সময় ফুটবলারদের অনেকে মাঠে শতভাগ দেননি।

তার এমন কথায় ক্ষেপে যান মেসি। ছয়বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী তারকা সাবেক সতীর্থের মন্তব্যের কড়া সম এমিলিয়া ক্লার্ক, লিনা হিডি, মিইসি উইলিয়ামস, সোফি টার্নার, কিট হেরিংটন, শন বিনের মতো তারকারা অভিনয় করেছেন পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় হওয়া এই সিরিজে।

রামানন্দ সাগর পরিচালিত ‘রামায়ণ’ প্রথম দেখানো হয় ১৯৮৭ সালের ২৫ জানুয়ারি। শেষ হয় ১৯৮৮ সালের ৩১ জুলাই। আর এবারের দেখানোর মধ্য দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দেখা সিরিজের কাতারে পড়ল ‘রামায়ণ’।

২০১৯-এর প্রেমের গল্প যৌনতা ছাড়া অবিশ্বাস্য: অপর্ণা সেন

রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিত রায়, এরপর ”ঘরে বাইরে আজ”। এটা কি বলা যায় যে পরম্পরার সূত্র গাঁথা রইল ?রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যজিত রায়, দু”জনকেই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে। আমাদের রক্তস্রোতে তাঁরা মিশে আছেন।তাঁদের জন্য প্রগাঢ় ভালবাসা আর শ্রদ্ধাও আছে আমাদের, তাই আমার মনে হয় তাঁদের নিয়ে সমালোচনার অধিকারও আমাদের আছে। এখানে যদিও সমালোচনার কোনও বিষয় নেই।ছবি তৈরি করতে গিয়ে একটাই শুধু মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আর মানিককাকার ”ঘরে বাইরে”দু”ক্ষেত্রেই সন্দীপের প্রতি ঠিক বিচার হয়নি। বড্ড একপেশে বিচার হয়েছে। হতে পারে সন্দীপ সুযোগসন্ধানী। কিন্তু তার সবটাই খারাপ নয়। এটা আগে বলিনি কখনও।কিন্তু ছবিটা বানাতে গিয়ে এই অনুভব হল! সে একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। সুন্দর দেখতে।ক্ষুরধার বুদ্ধি তার !ই গুণগুলো কি রবীন্দ্রনাথে নেই ?আছে। সুন্দর দেখতে। বুদ্ধি। এগুলো আছে। তাহলেও আমার মনে হয়েছে, সে অতিরিক্ত পরিমাণে স্বার্থান্বেষী। সুবিধাবাদী। আমার এখানে তা নয়।এরকম করে দেখাইনি আমি। তার সত্যিকারের সমাজসেবার মধ্যে রাজনৈতিক মনোভাব নিহিত আছে। সে বলে, আমাদের দেশের মানুষকে যদি আমরা তাদের সমস্ত দুর্বলতা, সংস্কার-কুসংস্কার নিয়ে গ্রহণ করতে না পারি তাহলে শাসন করব কী করে? তখন নিখিলেশ তাকে বলে, তুই কি গোরা হতে চাইছিস? গোরার প্রসঙ্গ এ ভাবেই আমার ছবিতে আসে। সন্দীপের মধ্যে সত-অসতের মিশেল আছে। নিখিলেশের চেয়েও সে অনেক জটিল।আপনার বিমলা দলিত মেয়ে। সেটা কি সচেতনভাবে করা ?হ্যাঁ, সচেতন ভাবেই। আমার বিমলা বিধবা হল কি হল না সেটা এখানে বড় কথা নয়। সত্যজিত রায়ের ছবিতে যখন বিমলা বদলে গেল...সাদা থান পরে দেখা দিল তখন প্রশ্ন উঠেছিল বিমলাকে কি সত্যজিত সন্দীপের সঙ্গে প্রেমের জন্য শাস্তি দিলেন? এ প্রশ্ন আমার ছিল না। আর আজ তিনি নেই। থাকলে প্রশ্ন করতাম গিয়ে।এখন আমার সেই বিচার করার অধিকারও নেই। আমি বিমলাকে বদলেছি।তবে শেষটা বলব না। আমার ছবিতে বিমলা নিষ্ক্রিয় নয়।শুনেছিলাম আপনার বিমলা করার কথা ছিল ?১৯৭৬-এ আমি আর মানিককাকা দিল্লিতে।তখন বলেছিলেন তোকে আমি বিমলাটা করাব। আমি তো খুব খুশি। তারপর বেশ কিছু সময় গেল।পরে একবার জিজ্ঞেস করলাম, ”ও মানিককাকা, তুমি কি করবে ”ঘরে বাইরে”? বললেন,”তুই বুড়ি বিধবা পিসিমার মতো চুল কেটেছিস। বিমলা কী করে হবে? তারও কিছুদিন পর আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করছি, মানে কঙ্কণার আসার সময়। ওকে আবার বললাম সে কথা। তখন উনি বলেছিলেন, এখন ”ঘরে বাইরে” করায় কিছু সমস্যা আছে। আমায় বললেন,”তুই এখন বাচ্চা-টাচ্চা করে নে... ঠিক এইরকম ভাবে। তারপর উনি ”ঘরে বাইরে” করেছিলেন। আমায় নেননি। কেন? সেটা কখনও জিজ্ঞেস করিনি। অভিমান হয়েছিল।পরিচালকের নিখুঁত চোখকিন্তু আপনি এই প্লটটাই কেন নিলেন ?কিছু কিছু ছবি করার ভাবনা আমার স্বপ্নেও এসেছে। গৌরী লঙ্কেশ, সুজাত বুখারির মৃত্যু আমায় খুব অসহায় করে দিয়েছিল।নাড়া খেয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম হয়নি সে রাতে যে দিন গৌরী লঙ্কেশ হত্যা হয়। স্বপ্ন দেখলাম, একজন নতুন ফিল্মমেকার, সে সত্যজিত রায়ের ছবির ভক্ত।সে প্রথম ছবি বানাচ্ছে ”ঘরে বাইরে”, কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে। মনে হল এই পরিচালক কে? এ তো আমি! আমি ধরতক্তা মার পেরেক ছবি করতে পারি না। বছরে চারটে ছবি করব! এরকম হয় না আমার। বরং আমার প্রত্যেকটা ছবিতে নিজেকে মনে হয়, আমি নতুন পরিচালক।প্রথমে কি চিত্রনাট্য অন্যরকম ভেবেছিলেন ?প্রথমে ফিল্ম উইদিন ফিল্ম, এরকমটা ভেবেছিলাম। কোকোও বলল, শ্রীকান্তও বলল, আপনি আজকের প্রেক্ষিতে সোজা গল্পটা বলুন।সে গল্প কেমন হল ?নিখিলেশ এবং সন্দীপের ছোটবেলা থেকে শুরু গল্প। ত্রিকোণ প্রেমের ওপর রাজনীতি কেমন করে প্রভাব ফেলছেসেটা দেখিয়েছি।চরিত্র নির্বাচনে রদবদল হয়েছে ?যাকে প্রথমে নিখিলেশ ভেবেছিলাম তাকে ওই ছোটবেলায় দেখলাম মানাবে না। তাই অনির্বাণ।অনির্বাণ বলেছিল, আমি কী করে করব?ওর অভিনয় ক্ষমতার ওপর আমার গভীর আস্থা ছিল। কল্যাণ ওকে পাইপ খাওয়া শেখাল। ও সঙ্গে সঙ্গে পাইপ কিনল। পাইপ ধরা, ক্লিন করা সবটা শিখে ফেলল। মেদিনীপুরের ছেলে যে ভাবে ইংরেজি বলল আমি অবাক হয়ে গেছি।সন্দীপের ভূমিকায় যিশুআর সন্দীপ ?যিশু তো পঞ্চাশ শতাংশ তৈরি।সন্দীপের ওই ফ্ল্যামবয়েন্স ওর মধ্যেই আছে। ও নিজেও খুব খুশি এই চরিত্র করে। আমার মনে আছে, এক সময় ”আরশিনগর”-এ যখন যিশুকে নিয়েছিলাম তখন প্রবল আপত্তি উঠেছিল।তারপর কোথায় চলে গেল ও। এখন আবার সবাই বলল যিশুকেই নাও।তুহিনা কেন ?ওকে আমার এত সুন্দর লাগে না! সৃজিত বলেছিল ওর কথা। ওই কোঁকড়া চুল, কালো রং, হিলহিলে ফিগার।ওরকম হাইট! ও প্রচুর খেটেছে। ওকে তো বলতাম, তোর জ” লাইনটা বার করে আনলেই আর কিছু লাগে না।এই ছবিতে যৌনতার জায়গা...সত্যজিত রায় ১৯০৪-এর প্রেক্ষাপটে চুম্বনের দৃশ্য দেখিয়েছিলেন। তখন ওটাই সম্ভব ছিল। আর ২০১৯-এরগল্প প্রেম আর যৌনতা ছাড়া অবিশ্বাস্য।প্রসঙ্গ বদলাই। বদলের এই ইন্ডাস্ট্রিতে অপর্ণা সেন কেমন করে আছেন ?(একটু ভেবে)বদলের ক্ষেত্রে মনে হয়, দর্শকের রুচি নিম্ন হয়েছে।তবে সকলের নয়। টেলিভিশনের ধারাবাহিক তার জন্য দায়ী।রোজ ভাজাভুজি দিলে আপনি রোজ ভাজাই খাবেন। পুষ্টিকর খাবার খাবেন কেন? আমার মনে হয় একটা ডেলি সোপ আমিও করি।দেখি না... আমি করব না। কারণ, যা করতে বলা হবে আমি করব না। আর এই টিআরপি-র বিষয়টাও আমি বুঝি না। আমি কাউকে চিনি না যার বাড়িতে বাক্স দেওয়া আছে। মধ্যবিত্ত বাড়িতে কেমন সব গয়না পরে শুতে যাচ্ছে! কি জানি! আগে ”রজনি”, ”নুক্কর”,”ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া”-ও হয়েছে তো।তবে এটাও ঠিক, এই ধারাবাহিকের মাধ্যমেই প্রচুর মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছেন।আর বাংলা ইন্ডাস্ট্রি ?দেখুন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কথা ছেড়ে দিলাম।এখন হি ইজ দ্য বেস্ট! খুব কষ্ট করে ছবি করছেন এখন। উনি সিনেমার কবি। ওর কথা ছেড়েই দিলাম। ”উড়োজাহাজ”দেখার খুব ইচ্ছে আছে আমার। এখনও দেখা হয়নি। তবে এখানকার দর্শক ওর ছবি কম দেখলেও বিদেশে উনি দর্শক পেয়ে গিয়েছেন। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ”নগরকীর্তন”, ”সিনেমাওয়ালা”খুব ভাল লেগেছে। আদিত্য বিক্রম ভাল কাজ করে। প্রতীমের ”মাছের ঝোল”,”সাহেব বিবি গোলাম”ভাল লেগেছিল। নতুন পরিচালকেরাও এসেছে এখন। তবে ”নগরকীর্তন”চলায় মনে হয়েছে, মানুষ ভাল কিছু খোঁজে, দেখে।তুহিনাকে স্ক্রিপ্ট বোঝাচ্ছেন অপর্ণাআপনি যখন কোনও কথা বলেন মানুষ শোনে ?নাহ এখন আর শোনে না। সমাজ রাজনৈতিক ভাবে এত ভাগে বিভক্ত যে আজকাল ”লিবারল”কথাটা গালাগালির স্তরে চলে গিয়েছে। লিবারল বললেই ”স্যুডো লিবারল”, ইন্টেলেকচুয়াল বললেই ”স্যুডো ইন্টেলেকচুয়াল”, আমাকে এরকম তকমা দেয় অনেকে! অথচ আমি নিজেকে এরকম বলিইনি কোনও দিন! আমি তো কলেজ শেষ করিনি। হ্যাঁ, পড়াশোনা ভালবাসি, তাই প্রচুর পড়ি।আপনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংযত হতে বলেন, আবার বিজেপি সরকারের নির্দিষ্ট কোনও নীতির সোজাসুজি বিরোধিতা করেন...দেখুন, আমার রাজনীতি ইসু বেসড! মাই পার্টি রং, মাই পার্টি রাইট এই নীতি আমি একেবারেই মানি না! আমার কোনও পার্টির ওপর ভরসা নেই। সমস্ত পার্টি ভোট ব্যাঙ্ক পলিটিক্স করে। আমি মানুষে বিশ্বাস করি। ভরসা করি।সেরকম ভিশনারি কেউ...এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন ?প দিল্লিতে ভাল কাজ করেছে।যোগেন্দ্র যাদবকে আমার ভাল লাগে।স্বরাজ বলে ওঁর পার্টি আছে। রবীশ কুমার পার্টি করলে আমি তো এক্ষুনি যোগ দেব।কাদের দিকে তাকিয়ে থাকব? কে আছেন? এমনকি, জ্যোতিবাবুর সময় মরিচঝাঁপি হয়েছে। সবাই এখন নেহরুকে দোষ দেয়। কাশ্মীরের কথা তোলে। আমার বাবা কিন্তু বলতেন, নেহরু যখন ভারতবর্ষ পেলেন ১৯৪৭-এ, তখন একটা ছুচও পাওয়া যেত না যা ভারতে তৈরি। অথচ ১৯৬৭-তে একটা জিনিসও পাওয়া যেত না যা ভারতে তৈরি হয় না।কুড়ি বছরে নেহরু ভারতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন করে তুললেন। অথচ পাকিস্তান সে ভাবে দাঁড়াতে পারল না। এই একজন আর মনমোহন সিংহ নব্বইয়ের দশকে ইকনমিটা খুলে দিলেন। এই দুই মানুষ ভারতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দায়ী। অভিজিত বিনায়ক-ও তো প্রশংসা করে গেলেন মনমোহন সিংহের।এখন সকলের ভয় করে?হ্যাঁ। কেউ কিছু বলবে না। ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখা হচ্ছে। আমরা চিঠিতে প্রতিবাদ করলাম। সংবিধান মেনে। কোথাও ইন্টেলেকচুয়াল কথা লেখা ছিলনা কিন্তু। একশো তেত্রিশ কোটির দেশে ৪৮ জন লোক এপ্রিলে চিঠি লিখল, তার জের চলল অক্টোবর অবধি। কেস হল! কেন? রেইন অব টেরর দিয়ে সব ঠান্ডা করে রাখা হচ্ছে!আপনি কি এর মধ্যেও আশাবাদী ?হ্যাঁ। ওই যে বললাম মানুষের ওপর বিশ্বাস! আর প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন সব কা বিশ্বাস... আমি সেই সব বিশ্বাসের আশায় বসে আছি।

চেনেন না এমন পরিবারের ভালোবাসায় আপ্লুত দম্পতি, কোহলির জন্মদিনে জানালেন অনুষ্কা

বিশ্বজুড়ে তাঁদের খ্যাতি কম নয়। একজন ভারত অধিনায়ক এবং ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিকেটদুনিয়া শাসন করে চলেছেন আর অন্যজন বলিউডে অভিনেত্রী ও প্রযোজক হিসেবে চুটিয়ে কাজ করছেন। অথচ খ্যাতির শিখরে থাকা এই দম্পতিতেই চিনল না ভূটানের এক পরিবার।ঠিক কী ঘটেছেহ্যাঁ, এমনটাই হয়েছে। আর এই অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকে মন থেকে বেজায় খুশি বিরুষ্কা। বিরাটের জন্মদিনের সময় এই মুহূর্তে ছুটি কাটাতে ভূটানে ট্রেকিং করতে গিয়েছেন ভারতীয় দম্পতি। সেখানেই ট্রেকের মাঝে এক জায়গায় বিশ্রাম নিতে থামেন। তখনই এক পরিবার বিরুষ্কাকে তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।অনুষ্কা তাঁর পোস্টে কী লিখলেনঅতিথি হিসেবে সেখানে গিয়ে বিরাট-অনুষ্কা জানতে পারেন, একেবারে সাধারণ আর পাঁচজনের মতোই তাঁদের দেখে ভালো লাগায় বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায় ঐ পরিবার। পরিবারের কেউই বিরাট-অনুষ্কার আসল পরিচয় সম্পর্কে জানতেন না। বিরাটের জন্মদিনের দিন সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অনুষ্কা লিখেছেন,”ভূটানে ঐ পরিবারের আপ্যায়নে আমরা দারুণ খুশি। ঐ পরিবার আমাদের শুধুমাত্র ট্রেকিং করতে আসা পথ চলতি কোনও যাত্রী হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল। প্রতিদিন এমন একটা মুহূর্তে খুব একটা বড় পাওয়া যায় না। ঘুরতে এসে এই মুহূর্তটা পেয়ে জুটিতে আমরা খুবই আপ্লুত।শুভ জন্মদিন বিরাট, ৩১ শে পা দিলেন ভারত অধিনায়কপ্রসঙ্গত এদিন ৩১ বছরে পা দিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছার জোয়ারে ভরিয়ে দিয়েছে নেটদুনিয়া।প্রাক্তন থেকে বর্তমান, যুব দলের ক্রিকেটাররা বিরাট মোমেন্টের ছবি পোস্ট করে ভারত অধিনায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিরাট নিজেও পাল্টা ফ্যানদের কিছু ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেখানে নিজের জন্য একটি চিঠি লিখে(১৫ বছরের চিকুকে চিঠি লেখেন ৩১ এর বিরাট) পরোক্ষে দেশবাসীকে মোটিভেট করেছেন ভিকে। সেই সঙ্গে ভূটানে এদিন স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে জন্মদিন পালনের ছবি পোস্ট করেছেন কোহলি।

হ্যালোইনের দিন বলি আইকনদের বেছে নয়া চমক সোনম কাপুরের

যিনি বলেছিলেন রূপকথার ঘটনা কখনও সত্যি হয় না তিনি কখনও সেটা দেখেননি। কারণ রূপকথার মতো বাস্তবেও অনেক সুন্দর সম্পর্ক আমাদের আশেপাশেই রয়েছে। সেই রূপকথারই একজন হলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজা। বলিউডের অন্যতম ফ্যাশনেবল নায়িকাদের নাম বলতে সবার আগে সোনমের কথাই মাথায় আসে। অভিনেত্রীর বাইরে তাকে অনেকে ফ্যাশন আইকনও বলে থাকে। তার ফ্যাশন স্টেটমেন্টে কাবু আট থেকে অষ্টাদশী।সোশ্যাল মিডিয়ায় দৌলতে মাঝেমধ্যেই দুজনকেই খবরের শিরোনামে দেখা যায়। নিজেদের ব্যক্তিগত ছবি মাঝেমধ্যেই নিজেদের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে শেয়ার করেন দুজনেও।

প্রত্যেকটা দিন কীভাবে স্মরণীয় করে রাখতে হয় তা ভালই জানেন সোনম এবং আনন্দ। সম্প্রতি হ্যালোইন উদযাপনের স্মরণে দুজনেই বলিউডের আইকনিক ডিভাকে স্মরণ করে সেজেছিলেন। ”মুঘল-ই-আজম”-এর সেলিম সেজেছিলেন আনন্দ এবং আনারকলি সেজেছিলেন সোনম।সোনম হাউজ অব মাসাবা ক্রিয়েশনে খুব সুন্দর করে সেজেছিল। পুরো সাজটার মধ্যেই ছিল অভিনবত্বের ছোঁয়া। অপরদিকে আনন্দকে জ্যাকার্ড কমলা রঙের কুর্তায় সেলিমের বেশেও দারুণ মানিয়েছিল। এই দুই লাভ বার্ডস নিজেদের এই ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে।

যা মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় নেটদুনিয়ায়। ছবির ক্যাপশনটিও ছিল বেশ নজরকাড়া। যেখানে লেখা ছিল, ”প্যায়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া”। হ্যালোইনের এই দিন বেশিরভাগ লোকেরাই হলিউডের চরিত্র বেছে নেন। সেক্ষেত্রে সোনম বলিউড আইকনদের বেছে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

ব্রহ্মাস্ত্র তেই আবার দেখা যাবে কিং খান কে

জিরোর পর আর বড়ো পর্দায় দেখা যায়নি কিং খান কে। বক্স অফিস হোক বা ক্রিটিক দের কাছে, সেরকম সাড়া পায়নি জিরো।তারপর তার অবসর নাওয়ার কোথাও শোনা যাচ্ছিল যাতে হতাশ হয়ে পড়ে ভক্তরা। কিন্তু আবারও বড় পর্দায় দেখা দিতে চলেছেন কিং খান। অয়ন মুখোপাধ্যায় এর পরবর্তী ছবি ব্রমহাস্ত্র তে দেখা যাবে কিং খান কে।অয়ন মুখোপাধ্যায় এর পরবর্তী এই ছবিতে যেমন দেখা যাবে বড় বড় তারকাদের একসাথে, যেমন আলিয়া ভট, রণবীর কাপুর, বিগ বি কে তেমন পৌরাণিক প্লটের ওপর তৈরি এটি হতে চলেছে একটি বিগ বাজেট ফিল্ম। তবে শাহরুখ খানের এই ছবিতে কাজ করার কথা এর আগে সামনে আসেনি। জানা যাচ্ছে ছবির শুটিং এর জন্য সময়ও দিয়ে দেন কিং খান এবং কিং খানের জন্মদিনের দিনই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই কথা ঘোষণা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

দিল্লি দূষণ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিক্ততা প্রকাশ বলিউড তারকাদের

এককথায় দিল্লিতে বায়ু দূষণের কারণে সেখানে সবার বাঁচার উপায় এখন মাস্ক। আর এই অবস্থা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিক্ততা প্রকাশ করেছেন বেশ কজন বলিউড তারকা। এই তালিকায় রয়েছেন- প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, স্বরা ভাস্কর, অর্জুন রামপাল, রামকুমার রাও প্রমুখ।”প্রিয়াঙ্কা এখন দিল্লিতে নেটাফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ ”দ্য হোয়াইট টাইগার”র শুটিং করছেন। শুটিংয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন মাস্ক। আর সেই মাস্ক পরা ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন। সেখানে লিখেছেন, ”শুটিং করতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ভেবে অবাক হচ্ছি, এখানে মানুষ বসবাস করছে কিভাবে।”প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তিনি আরও লিখেছেন, ”আমরা না হয় মাস্ক ও এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করে রেহাই পাচ্ছি। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, রাস্তায় থাকে, তাদের কথা ভেবে খারাপ লাগছে। তাদের জন্য প্রার্থনা।”অর্জুন রামপাল ট্যুইটে লিখেছেন, ”এখানে শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। ধোঁয়া”টে পরিবেশে অস্থির চারপাশের মানুষ। শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। আর কতো বড় বিপর্যয় হলে মানুষের ঘুম ভাঙবে, সচেতন হবেন?”স্বরা ভাস্কর ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ”দূষণ আর ধোঁয়াশার কারণে খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তবে ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে চলেছি, তাতে বিরাম নেই। ”পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সমাজকর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে বলিউড তারকারা নানামুখী উদ্যোগের কথা বলে আসছেন। কিন্তু কাজের কাজ আর হচ্ছে না।এদিকে পরিবেশ সচেনতা নিয়ে প্রিয়াঙ্কার উদ্দেশ্য মহত হলেও তার ধুমপানের প্রসঙ্গে টেনে তীব্র সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন নেটিজেনরা।

অনিজ বাজমীর পরবর্তী ছবিতে জুটি বাঁধছেন সারা-ভিকি

মহানগর ওয়েবডেস্ক: খুব শীঘ্রই বলিউডে আরও একটি নতুন জুটি দেখতে চলেছেন দর্শকরা। পরিচালক অনিজ বাজমীর কমেডি ছবিতে দেখা যাবে সারা আলি খান এবং ভিকি কৌশলকে। অনিজ তাঁর পরবর্তী ছবির জন্যে নতুন মুখের সন্ধান করছিলেন এবং এর জন্য তিনি সারা-কার্তিককে বেছে নিয়েছেন। জানা গিয়েছে, ছবিটির জন্য ভিকি রাজি হয়ে গেছেন। অন্যদিকে, সারাও ছবির স্ক্রিপ্ট পছন্দ করেছেন।

প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন একতা কাপুর।সূত্রের খবর, একতা সারার সঙ্গে কাজ করতে চান এবং আগে থেকেই অনেক কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছেন। তাছাড়াও মা অমৃতা সিংয়ের প্রথম পছন্দ ছিল একতাকে। একতার প্রযোজনায় ”কেদারনাথ” দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেছিলেন সারা। তবে ডেবিউয়ের সময় অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল ছবিটিকে। আগামী বছরে ভিকি-সারার এই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে।অন্যদিকে, অভিনেত্রী ব্যস্ত রয়েছেন ”কুলি নম্বর অয়ান”-এর শ্যুটিংয়ে। বরুণের সঙ্গে দেখা যাবে তাঁকে। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ডেভিড ধাওয়ান। পাশপাশি ইমতিয়াজ আলির ”আজ কাল” ছবিতেও দেখা যাবে এই সুন্দরীকে। বিপরীতে রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান। এদিকে, ভিকিকে দেখা যাবে ”ভূত: পার্ট ওয়ান”-এ, করণের ”তখত” এবং সুজিত সরকারের ”উদাম সিং”-এ।

শনিবার এসইউসিআই শহীদ স্মরণ দিবস পালন করে। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-যুদ্ধে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন কাছাড়ের নবনিযুক্ত জেলাশাসক কীর্তি জল্লি

শিলচর (অসম), ৯ মে (হি.স.) : কাছাড়ের নয়া জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তরুণী আইএএস কীর্তি জল্লি। তিনি বিদায়ী বর্ণালী শর্মার হাত থেকে দায়িত্ব সমঝে নিয়েছেন। দায়িত্ব নিয়ে জেলার সার্বিক উন্নয়নের সংকল্প নিয়েছেন তিনি। জেলাশাসক হিসেবে যাতে সফলভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, বিশেষ করে চলমান করোনা-যুদ্ধে যুদ্ধে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন নবাগত জেলাশাসক জল্লি।

আজ শনিবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে কাছাড়ের নয়া জেলাশাসকের আসনে বসে চলমান সংকটকালে জেলাবাসীর সুরক্ষা ও উন্নয়নে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, সরকারি গাইডলাইন অনুসরণ করে চললে করোনার মতো মহামারির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা যাবে। পরিস্থিতির বিবেচনা করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবে প্রশাসন।

এদিকে জেলাশাসকের কর্মচারীরা সদ্যপ্রাক্তন জেলাশাসক বর্ণালী শর্মাকে সংবর্ধনা জানাতে এক সভার আয়োজন করেন। নবনিযুক্ত জেলাশাসকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিদায়ী জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট মহামারি পরিস্থিতিতে তাঁদের নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেবার জন্য বিভিন্ন বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষত তথ্য ও জনসংযোগের বরাক উপত্যকা জোনের ডেপুটি ডিরেক্টরের অফিসকে সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে এবং জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুসারে করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তৎপরতার সঙ্গে সেবার প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে কাছাড়ের নয়া জেলাশাসক কীর্তি জল্লিও বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনিও করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত বিভাগের পাশাপাশি জেলাবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছেন। আজকের বিদায়ী সভায় জেলা উন্নয়ন কমিশনার জেসিকা লালসিমও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা উপায়ুক্ত যথাক্রমে সুমিত সত্তাওয়ান (আইএএস), রাজীব রায়, এআর মজুমদার, ললিতা রংপিপি, সহকারি কমিশনারগণ অভিলাষ বার্নওয়াল (আইএএস), মারিয়া তানিম, নবনীতা হাজরিকা, জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক রুলি দাওলাগপু এবং জেলা প্রশাসনের সকল কর্মীরা।

এদিকে কাছাড়ের জেলা সদর শিলচরে আসার আগে আজ সকালেই হাইলাকান্দির নবাগত জেলাশাসক তরুণ আইএএস মেঘনিধি দাহালের হাতে দায়িত্ব সমঝে দিয়ে এসেছেন কীর্তি জল্লি।

উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার অসম সরকারের এক আদেশে কাছাড় এবং হাইলাকান্দির জেলাশাসকদের বদলি সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি তদানীন্তন জেলাশাসক লায়া মাদ্দুরির কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিজায়ী বর্ণালী শর্মা। কাছাড়ের বিদায়ী জেলাশাসক বর্ণালী শর্মাকে বদলি করা হয়েছে এমপ্লয়মেন্টের ডিরেক্টর হিসেবে।

মুম্বাই থেকে বিশেষ বাসে বন্ধুদের নিয়ে সস্ত্রীক অসমে ফিরছেন সংগীত শিল্পী জুবিন গার্গ

গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.) : মহামারি করোনার প্রকোপে সারা দেশে গত ২৪ মার্চ থেকে লকডাউন চলছে। ফলে মুম্বাইয়ে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন অসমের যুব সমাজের হার্টথ্রব সংগীত শিল্পী জুবিন গার্গ এবং তাঁর স্ত্রী গরিমা গার্গ। আটকে ছিলেন এ রাজ্যের বহু ক্যানসার রোগীও। শুক্রবার সংগীত শিল্পী জুবিন স্ত্রী, সঙ্গে আরও চার বন্ধুকে নিয়ে স্লিপার বাসে করে গুয়াহাটির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই আরও ছয়টি স্লিপার বাস ১৩২ জন ক্যানসার রোগী এবং তাঁদের আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে মুম্বাই থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। বাসগুলি ১২ থেকে ১৩ মে-র মধ্যে অসমে এসে পৌঁছবে।

১২ মে মঙ্গলবার সংগীত শল্পী জুবিন গার্গদের বাসও রাজ্যে এসে পৌঁছবে। রাজ্যে পৌঁছনোর পর স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নিয়ম অনুসারে জুবিন, তাঁর স্ত্রী গরিমা গার্গ এবং তাঁর সতীর্থদের ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। মুম্বাইয়ে অসম ভবনের আধিকারিক দেবাশিস শর্মার তত্ত্বাবধানে বাসগুলি ছাড়া হয়েছে।

প্রতিদিন ৫০০ থেকে ৬০০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করবে বাসগুলি। বাসগুলির ভেতরে খাওয়া, স্নান করার মতো সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থাও রয়েছে বাসগুলিতে। রোগীদের পরিজন ছাড়াও ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডা. নিলাক্ষী চৌধুরীও বাসে তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। মুম্বাই থেকে অসমে আসতে তাঁদের সমস্ত খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে, জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারিতে গুয়াহাটির টাউন ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন জুবিন। তার পর একমাস গুয়াহাটির নেমকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানে কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ডাক্তারদের পরামর্শে বিশ্রাম এবং সংগীত জগতের আরও অন্যান্য কাজ নিয়ে তিনি মুম্বাই চলে যান। এর পরই দেশে হামলা করে মহামারি করোনা ভাইরাস। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে গত ২৪ মার্চ থেকে গোটা দেশে লকডাউনের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পরিস্থিতিতে মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাটে আটকে ছিলেন জুবিন এবং স্ত্রী, সেই সঙ্গে তাঁর বন্ধুরাও।

গোটা দেশে করোনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন মহারাষ্টের লোকজন। অসমের যুব সমাজের হার্টথ্রব জুবিন দীর্ঘ দিন পর নিজের রাজ্যে ফিরে আসছেন, তাই খুশি জুবিনের ফ্যানরা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে দিনভর বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে চাপান উতোর

কলকাতা, ৯ মে (হি. স.) : পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে শনিবার দিনভর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে চলে চাপান উতোর।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় অভিযোগ করেন, মমতা দিদি কেন্দ্রের অদ্ভুত সমালোচনা করেন। বলেন এক, করেন আর এক। ডেরেক ওব্রায়ন, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়, পিকে বাবু ওঁরাও অনেক কিছু বলছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলার পরেই তো ট্রেন তো পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশেষ ট্রেন চূড়ান্ত হল।

অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় আজ বলেন, রাজ্য সরকার তো আটটি ট্রেনে ৩১,০০০ শ্রমিককে ফিরিয়ে আনার কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। রেল মন্ত্রকই তো ট্রেন বরাদ্দ করতে দেরি করেছে। এটা নিয়ে রাজনীতি বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এরকম মন্তব্য আশা করা যায় না।

কংগ্রেসের লোকসভার নেতা তথায়তথা মুর্শিদাবাদের সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন, গত পরশু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রমিকদের ফেরত আনার ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে। আমি উনাকে বলেছিলাম রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপরে বলতে। কিন্তু ৮ টা ট্রেনে তো এত লোককে আনা সম্ভব নয়! বাংলার প্রচুর শ্রমিক, ডুয়া এবং অন্য ধরনের লক্ষ লক্ষ মানুষ আটকে আছেন নানা জায়গায়। তাঁদের বাড়ি পৌছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী পরিষদীয় নেতা সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, কেন্দ্র দায়িত্ব নিচ্ছে না বলে পরিযায়ী শ্রমিকরা হেঁটে হেঁটে ফিরছে। লকডাউনে ওঁদের বিপদে ফেলেছে দিল্লি। কেন্দ্র এই সময় দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। রাজ্য সরকার চূড়ান্ত অপদার্থতা দেখিয়েছে। রাজ্য ফেরানোর পর্যাপ্ত অনুমতি পর্যন্ত দেয়নি। কেন এত অস্বচ্ছতা?

অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ কাকলী ঘোষদস্তিদার বলেন, “তৃণমূল কংগ্রেসের নামে বদনাম দেওয়া হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৭১১টা শিবির হয়েছে। তাতে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক থাকতে পারবে। তাদের জন্য বাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। অনেকে অধৈর্য হয়ে উঠছেন।“ ধৈর্য্য ধরার আবেদন করে কাকলি দেবী পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেছেন, রেললাইন ধরে আসবেন না। এটা অসুরক্ষিত।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বোমাবাজি ভাঙড়ে, উত্তেজনা এলাকায়

ভাঙড়, ৯ মে (হি. স.) : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের কাশিপুর থানার পূর্ব ভোগালী গ্রামে। জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে স্থানীয় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সদস্যরা। ঘটনায় উভয়পক্ষের মোট নয়জন জন আহত হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। খবর পেয়ে কাশিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদেরকে উদ্ধার করে জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা জিয়াউল মির ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। জিয়াউলরা এসে এলাকায় বোমাবাজি করে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় ভোগালি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জিয়াউল মিরকে

ছয়ের পাতায়

দুর্নীতির অভিযোগে, কাঁকসায় ব্যাঙ্ক মিত্রকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ৯ মে (হি.স.): কেন্দ্রের গরীব কল্যাণ যোজনার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সব সদস্যের একাউন্টে টাকা না ঢোকায় উঠল দুর্নীতির অভিযোগ। আর তার প্রতিবাদে গ্রামের ব্যাঙ্কের মিত্রকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার গোপালপুর গ্রামে।পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিস বাহিনী ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আসে।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, জনধন যোজনার ৫০০ টাকা করে ব্যঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসছে। একই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কিছু সদস্যের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও, অনেকের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। অধিকাংশ গ্রাহকদের টাকা ব্যাঙ্কমিত্র আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ। মহিলারা আরও বলেন, ’ব্যাঙ্কমিত্র বেশ কয়েকদিন আগে টাকা এসেছে বলে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলাদের কাছ থেকে আধার কার্ডের জেরক্স ও আঙুলের ছাপ নিয়ে যায়। এরপরই তিনি কিছুজন গ্রাহককে টাকা দেয় টাকা না পাওয়া অধিকাংশ গ্রাহক বিষয়টি নিয়ে ব্যাঙ্কমিত্রের কাছে টাকা না পাওয়ার কারণ জানতে চাই। কিন্তু তার কোনও সদুত্তর তিনি দিতে পারেনি। ’এর পরেই ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যাঙ্কমিত্রের বাড়ি ঘেরাও করে টাকার দাবিতে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে মাধবী সরকার। তিনি বলেন, মাস ছয়েক আগে আমাকে এটিএম মেশিন দেয় ব্যাংক। সম্প্রতি সংক্রামক রুখতে বন্ধ রেখেছিলাম। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেটা চালু রাখতে বলেন। মুলত এলাকার বার্ধ্যক্য ভাতা, গ্যাস ভর্তুকির টাকা ও অন্যান্য গরীব মানুষের সহায়তার টাকা এখান থেকে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের যোজনায় সবার অ্যাকাউন্টে ৫০০ টাকা গতবারে আসেনি। এখন অনেকে টাকা ঢুকেছে ভেবে সেটা তুলতে আসে। এবং টাকা তোলার পর জানতে পারে তার আগের জমানো থেকে টাকা উঠছে। নতুন করে কোন টাকা ঢোকেনি। সেটাই আমার ওপর মিথ্যা দোষ চাপাচ্ছে। এখানে কোন টাকা আত্মসাৎ করিনি। বিষয়টি তারা ভুল বুঝছে। ’এদিন উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ. পরিস্থিতি সামাল দিয়ে সোমবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দেয় পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে রাজবাঁধ গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার। তাঁকেও ঘিরে চলতে থাকে বিক্ষোভ।

অভিশপ্ত এলজি পলিমার্স কারখানা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

বিশাখাপত্তনম, ৯ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ভোরে বিশাখাপত্তনমে এলজি পলিমার্স কারখানায় স্টাইরিন গ্যাস লিক হওয়ার ফলে ১২ জন মারা গিয়েছেন। জখম হয়েছেন দেড় হাজারেরও বেশি মানুষ। অভিশপ্ত এই ঘটনার পর কারখানা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ। শনিবার বিশাখাপত্তনমের আর ভেঙ্কটপুরম গ্রামের বাসিন্দারা কারখানার গেটের সামনে কারখানা বন্ধের দাবিতে তীব্র বিক্ষোভ দেখান। আশপাশের আরও বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা এই বিক্ষোভে যোগ দেন। তাদের দাবি ঘটনার পর ৪৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, এখনও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। মৃত ও অসুস্থদের এখনও পর্যন্ত কোনো সাহায্য মেলেনি। তাই তারা অবিলম্বে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন।

শনিবার সকালে কারখানার সামনে স্থানীয় বাসিন্দারা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন সেসময় কিং জর্জ হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের পর কয়েকটি দেহ গ্রামের ফিরছিল। বিক্ষোভকারীরা ওই দেহগুলি নামিয়ে নিয়ে কারখানা চত্বরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি গৌতম সওয়াং ঘটনাস্থলে যান। ডিজিকে সামনে পেয়ে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন। এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েন ডিজির পায়ে। ভিড় সরাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গোপালপটনম থানায় তুলে নিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। পুলিশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে তুলে নিয়ে গিয়েছে, এখবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশ থেকে বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা গোপালপটনম থানার সামনে গিয়ে জড়ো হয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরকে মিনা। তিনি আশ্বাস দেন, পুরো বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসন দেখছে। কারখানার মালিককে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, বুধবার গভীর রাতে বিশাখাপত্তনমের এলজি পলিমার্সের কারখানা থেকে বিষাক্ত স্টাইরিন গ্যাস লিক করে ছড়াতে থাকে আশেপাশের প্রায় ৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক মানুষ। মৃত্যু হয় প্রচুর গবাদিপশু ও পাখীর। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার ক্ষতিপূরণ বাবদ এলজি পলিমার্সকে ৫০ কোটি টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল।

দেশ ও সমাজকে নিজের মনে করে করতে হবে সাংবাদিকতা, দাবি মনমোহন বৈদ্যের

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.): সাংবাদিকদের খবর করার আগে বোঝা উচিত যে সমাজের খবর তারা করছে। সেই সমাজ তার নিজের। সংবাদ সরবরাহ করার পাশাপশি তার কর্তব্য হচ্ছে সমাজকে সচেতন করে ভাল কাজের জন্য উৎসাহিত করা বলে জানিয়েছেন আরএসএসের সর কার্য বাহ মনমোহন বৈদ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ সংবাদ কেন্দ্রের তরফ থেকে দেবর্ষি নারদের জন্ম জয়ন্তী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, দেশজুড়ে ৬২ হাজার জায়গায় তিন লাখের বেশি স্বয়ংসেবক করোনা মোকাবিলায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। পরম্পরা গত ভাবে বরাবরই ভারত রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নিজের মতন করে যেকোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ভারতীয় পরম্পরায় সমাজকে বরাবরই মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়েছে। সমাজের বাইরে মানুষ হতে পারে না। খবর করার সময় দেশের সম্মান, ঐক্যবদ্ধতা, সার্বভৌমত্ব যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইন্দিরা গান্ধী কলা কেন্দ্রের সভাপতি রাম বাহাদুর রায় জানিয়েছেন, খবর সরবরাহ করার ক্ষেত্রে নারদ মুনি নিরপেক্ষ ও সৎ থাকতেন। নারদ মুনি অন্ধকার সরিয়ে জ্ঞানের আলোক এনেছিলেন। বর্তমান সময় সাংবাদিকদের আত্মসমীক্ষা করা উচিত। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য সাংবাদিকদেরই করতে হবে।সেই সাহসটুকু তাদের থাকতে হবে।

প্রশাসক বসানো নিয়ে বিরোধীদের মন্তব্যে মেজাজ হারালেন ফিরহাদ

কলকাতা, ৯মে (হি. স.): কলকাতা পুরসভার প্রশাসক বসানোকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা উঠেছে। অন্যদিকে এ বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে রাজ্যপালের শরণাপন্ন হয়েছে বঙ্গ বিজেপি। অভিযোগ জানানো হয়েছে বাম কংগ্রেসের তরফ থেকেও। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরোক্ষভাবে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরসভার বর্তমান প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বিরোধী দলগুলি। তার জেরেই শনিবার মেজাজ হারালেন প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এদিন ক্ষোভ উগরে দিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ”আমি প্রশাসক হতে চাইনি। নবান্ন থেকে আমাকে প্রশাসক করা হয়েছে। আমি বাড়ি বসে থাকলে সব থেকে বেশি খুশি হবে আমার পরিবার। আমি চারবারের কাউন্সিলর। অতীন ৬ বারের কাউন্সিলর। আমরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। এরকম একটা পরিস্থিতিতে প্রশাসক বসানো ছাড়া আর কি করা যেত বিজেপি উত্তর দিক। এখন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ সেই কাজটাই আমাদেরকে মাঠে ময়দানে নেমে করতে হবে। বিজেপির মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে বলেছেন ববি।” তার কথায়, ”বিজেপি একমাত্র দল, এখানকার পার্টি অফিস থেকে যা বলে দেওয়া হয় তাই রাজভবন থেকে বলা হয়। আর সেই কথাই আবার কেন্দ্রীয় দফতর বলা হয়।”

উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভার প্রশাসক বসল ইতিহাসে এই প্রথম। কলকাতা পুরসভা সবচেয়ে প্রাচীন পুরসভা হওয়ায় এর নির্দিষ্ট আলাদা আইন রয়েছে। পৌর আইন অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভায় প্রশাসক বসানো যাবে না। সে ক্ষেত্রে অর্ডিন্যান্স জারি করতে হবে। যদিও এই গোটা প্রক্রিয়ার সময় সাপেক্ষ। তাই বর্তমান পরিস্থিতিকে আপৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করে পুরআইন ”রিমুভাল অফ ডিফিকাল্টিজ” এর ৬৩৪ ধারা অনুযায়ী, প্রশাসক হিসেবে কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেই। এই দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে বকলমে কলকাতা পুরসভার লাগাম থেকে যায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেই। আর এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সব হয়েছে বিরোধীরা। যদিও রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের রসকে পরের বর্তমান প্রশাসক এর ওপরই। আর এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

করোনা পীড়িতদের পাশে শাহরুখের সিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি টিকেআর

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.) : এবার করোনা যুদ্ধে সমর্থকদের পাশে দাঁড়াল শাহরুখ খানের সিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স-এর মত একইভাবে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেটিকেআর।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর করোনা পীড়িত মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেয় টিকেআর। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফরা নিজেদের হাতে খাদ্য সামগ্রীতে ভর্তি ১ হাজার ব্যাগ দুর্গত পরিবারের হাতে তুলে দেন।

টিকেআরের তরফে ড্যারেন ব্র্যাভো, সুনীল নারিন, কায়রন পোলার্ড, ডোয়েন ব্র্যাভো, লেন্ডল সিমন্সরা এই কাজে হাত লাগান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর পুলিশ কমিশনার গ্যারি গ্রিফিত।

টিকেআর ডিরেক্টর বেঙ্কি মাইসোর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ‘এই স্বাস্থ্য সংকটের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আমরা অবহিত। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করেই টিকেআর পরিবারের সবাই নূন্যতম অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর।’

ফ্র্যাঞ্চাইজির এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন টিম মালিক শাহরুখ খান। লকডাউনের সময় দলের ক্রিকেটারদের এমন পদক্ষেপে গর্বিত দেখায় বাদশাকে।

লকডাউন সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখতে পথে কলকাতার পুলিশ কমিশনার

কলকাতা, ৯ মে (হি. স.): করোনার জেরে সারা দেশের পাশাপাশি লকডাউন চলছে পশ্চিমবঙ্গেও। আর এই লকডাউন সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখতে পথে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। শনিবার শহরের ঝুঁকিপূর্ণ (কনটেইনমেন্ট) এলাকার লকডাউন পরিস্থিতি নিজেই ঘুরে দেখলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। এদিন দুপুরে লালবাজারের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি শহরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেন। সঙ্গে ইএম বাইপাস লাগোয়া একটি বস্তিও তিনি ঘুরে দেখেন। নগরপাল কথা বলেন রাস্তায় কর্মরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও। এদিন তিনি উত্তর কলকাতা থেকে শুরু করে মধ্য কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা ও পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। প্রয়োজন হলে তবেই বাইরে বের হওয়ার কথা ফের সাধারণ মানুষকে মনে করিয়ে দেন তিনি।রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদেরও মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পরে ডিউটি করতে বলার পাশাপাশি রাস্তায় যত্রতত্র কেউ থুতু যাতে না ফেলতে সেটা নজর রাখার জন্য আবেদন জানান।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সোমবার থেকে ৩দিন বন্ধ থাকবে করুণাময়ী সেতু

কলকাতা, ৯ মে (হি. স.): স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এবার দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এবং হরিদেবপুরের সংযোগকারী করুণাময়ী সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগামী সোমবার সকাল ৯টা থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা পর্যন্ত এই সেতু দিয়ে কোনও যানবাহন চলাচল করবে না বলে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতির আগে থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সেতু ও ফ্লাইওভারগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। বর্তমানে সারাদেশের পাশাপাশি এ রাজ্যেও চলছে লকডাউন। এই সময়টা কাজে লাগানোর জন্য তৎপর রাজ্য। এবার ভারবহন ক্ষমতা-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্যে রাজ্য সরকার দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এবং হরিদেবপুরের মধ্যে সংযোগকারী করুণাময়ী সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সোমবার সকাল ৯টা থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা পর্যন্ত এই সেতু দিয়ে কোনও যানবাহন চলাচল করবে না। যদিও কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং রাইটস এর আগে যৌথভাবে সেতুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তা দ্রুত সংস্কারের সুপারিশ করেছিল।

করোনার থাবায় অনিশ্চিত রোলাঁ গ্যারো, টিকিটের দাম ফেরাচ্ছে ফরাসি ওপেন কর্তৃপক্ষ

প্যারিস, ৯ মে (হি. স.) : মহামারী করোনার থাবায় একে একে সমস্ত টুর্ণামেন্ট বন্ধের পথে হাঁটছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্পোর্টস গভর্নিং বডি। স্বাভাবিকভাবে টেনিসের চিত্রটা খুবই করুণ। মরশুম শুরুর গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও এরপর সাম্প্রতিক যা পরিস্থিতি, তাতে বাতিল হয়ে গিয়েছে অভিজাত ঘাসের কোর্টের গ্র্যান্ড স্ল্যাম উইম্বলডন। উদ্ভূত পরিস্থিতির জেরে ফরাসি ওপেন সেপ্টেম্বরে পিছিয়ে দেওয়া হলেও তা আদৌ সম্ভব কীনা, নিশ্চিত নন আয়োজকরাই। আর সেপ্টেম্বরে আয়োজন সম্ভব হলেও কোনওমতেই যে তা দর্শকপূর্ণ গ্যালারিতে সম্ভব হবে না, সেই চিত্রটা মোটামুটি পরিষ্কার। তাই সমর্থকদের টিকিটের দাম ফেরানোর উদ্যোগ নিল কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিক অবস্থায় চলতি মাসের ২৪ তারিখ থেকে লাল সুড়কির কোর্টে লড়াই শুরু হওয়ার কথা ছিল নাদাল, জকোভিচদের। কিন্তু মারণ করোনার থাবায় টুর্নামেন্ট আগেই পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফরাসি ওপেন কর্তৃপক্ষ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা নিশ্চিত নয় এখনও। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ক্লে-কোর্টের লড়াই শুরুর কথা। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে সব স্বাভাবিক হয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা খুলে দেওয়া সম্ভব হবে কীনা, তা নিয়ে থাকছে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন।

এছাড়া লকডাউন পরবর্তী সময় টুর্নামেন্ট আয়োজন সম্ভব হলেও তা হয়তো গাইডলাইন মেনেই আয়োজন করতে হবে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে। ফলে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেছে ফরাসি ওপেন কর্তৃপক্ষ। যারা ইতিমধ্যেই টিকিট কিনেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে টিকিটের মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে আয়োজকদের তরফে।

পথ দুর্ঘটনাটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল আরামবাগ

হুগলি, ৯ মে (হি.স.) : হুগলির আরামবাগের সাঁওতাল আকার এলাকার বাসিন্দা চন্দন মালিক হরিণখোলায় বাজার করে বাড়ি ফেরার সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি মারুতি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এক জন পথচারী আহত হয়। শবিবার সকালেএই ঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা ঘাতক গাড়িটিকে আটকে ভাঙচুর চালায় ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধে সামিল হয়।

পরিজন না চাইলে করোনা আক্রান্ত হয়নি এমন ব্যক্তির দেহ দাহ করতে পারে পুরসভা

কলকাতা, ৯ মে (হি. স.): করোনা হাসপাতালে মৃত এমন ব্যক্তিদের মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করছে তাদের পরিজনরা। অভিযোগ আকছার আসছে কলকাতা পুরসভার কাছে। সেক্ষেত্রে পরিবার চাইলে সেই দেহ সৎকার করতে পারে পুরসভা।শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। যদিও এই বিষয়ে পরিবারের সম্মতি পত্র লিখিত আকারে দিতে হবে পুরসভা কর্তৃপক্ষকে।

রাজ্য সরকারের দেওয়া করনা আক্রান্তে মৃতের সংখ্যা নিয়ে তৈরি হয়েছে। বিরোধীরা বারবার অভিযোগ করে এসেছে শাসক দল মৃত্যু গোপন করছে। এরপরে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের চাপের মুখে পড়ে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হলেও অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৭২ জনের। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। সেই কারণে করোনা হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত হাসপাতালগুলিতে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার দেহ নিতে অস্বীকার করছেন পরিজনরা। এর ফলে দেহগুলি হাসপাতালের মর্গে জমে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, 'এমন অনেক মৃতদেহ বিভিন্ন হাসপাতালে পড়ে রয়েছে, যারা করোনা আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু তার পরেও তাঁদেরকে পরিবারের লোকেরা ভয়ে নিতে চাইছে না। সেক্ষেত্রে তাদের পরিবার যদি মৃতদেহ না নিতে চায় তাহলে সেটা পুরসভাকে লিখিত আকারে জানাতে হবে। তাহলে আমরা সেই দেহ সৎকার করে দেব।' প্রসঙ্গত করোনা আক্রান্ত মৃতদেহ সৎকারের জন্য ধাপায় একটি পরিত্যক্ত জায়গা নির্বাচন করেছে কলকাতা পুরসভা। এখানেও করোনা আক্রান্ত মৃতদেহ দাহ করতে গিয়ে বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল পুরকর্তৃপক্ষকে। সেক্ষেত্রে এইবার করোনা আক্রান্ত না হলেও সেই ব্যক্তির দেহ দাহ করতে গিয়ে কতটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে কলকাতা পুরসভা কর্তৃপক্ষকে সেটাই এখন দেখার।

এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ আতঙ্ক জলপাইগুড়িতে

ক্রান্তি, ৯ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির রাজাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলাবাড়ি এলাকায় প্রতিদিনই বাড়ছে চিতাবাঘের আতঙ্ক। চিতাবাঘের আতঙ্কে রাতের ঘুম উধাও এলাবাসীর।

জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে করিমুল সাহেবের বাড়ির উঠোন থেকে একটি ছাগল নিয়ে চম্পট দেয় চিতাবাঘ। শেষমেষ বাড়ির পাশের চা বাগান থেকে মৃত ছাগল উদ্ধার হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে চিতাবাঘটি উঠোনে থাকা ছাগল নিয়ে চম্পট দেয়। আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর চিৎকারে এলাকাবাসী জড়ো হলে তিনি সবাইকে বিষয়টি জানান। সকলে চিতাবাঘ তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনদফতরের কর্মীরা। বাঘটিকে ধরার জন্য খাঁচা পাতা হবে বলে জানা গিয়েছে।

উত্তেজনা এলাকায়

পাচের পাতার পর

আটক করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, স্থানীয় আহমেদ আলি মোল্লার পরিবারের সাথে আলাউদ্দিন, সালাউদ্দিন ও তাদের পরিবারের জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় তৃণমূল নেতা আহমেদ আলি মোল্লাকে সমর্থন করে ও তার হয়েই আলাউদ্দিন, সালাউদ্দিনদের উপর হামলা করে। এলাকায় বোমাবাজি করে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। দলীয় কর্মীদের নিয়ে গিয়ে আলাউদ্দিনদের ব্যাপক মারধোর ও করে বলে অভিযোগ ও তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে কাশিপুর থানার পুলিশ জিয়াউলকে ধরতে গেলে তার অনুগামীরা পুলিশকে তারা করে বলে অভিযোগ। পরে কাশিপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় গিয়ে অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দুই মহিলা সহ মোট সাতজনকে আটক করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় সরব হয়েছে স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য নান্নু হোসেন। তিনি জানান দলীয় কর্মী বা নেতা যদি অন্যায় করে তাহলে দল তার পাশে দাঁড়াবে না। জিয়াউল জড়িত থাকলে পুলিশ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিক।

জরুরী পরিষেবা

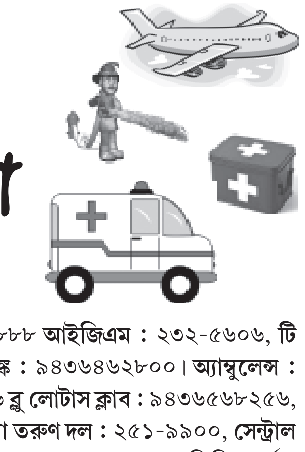

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বালুরঘাটে মদের দোকানে আগুন

বালুরঘাট, ৯ মে (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে একটি মদের দোকানে আগুন লাগে। শনিবার ঘটনাটি ঘটে। বিষয়টি নজরে আসতেই আগুন নেভাতে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল ও পুলিশ বাহিনী। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। তবে আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়।

এদিকে, ঘটনার খবরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। পরে বালুরঘাট থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বীরভূমে করোনা সংক্রমিতদের সংস্পর্শে আশা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে দুভর্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের

সিউড়ি, ৯ মে (হি. স.) : বীরভূম জেলায় যারা করোনাভাইরাস সংক্রমিত হয়েছেন তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খুঁজে বার করতে চরম দূর্ভোগে করেছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংক্রমিত নিজেদের স্মৃতিশক্তিতে সঠিকভাবে মনে করে বলতে পারছেন না তারা কার কার সংস্পর্শে গিয়েছিলেন। এর ফলে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি বা এলাকা সঠিকভাবে সনাক্ত করতে রীতিমত দূর্ভোগে পড়েছেন।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে এই সমস্ত সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি অথবা সংস্পর্শে থাকা এলাকা যদি দ্রুত চিহ্নিত করা না যায় তাহলে সেখান থেকেই সংক্রমণ আরো ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। যার ফল দিনের পর দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে করনা ভাইরাসের সংক্রমণ। কিন্তু এই সংক্রমিত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিরা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেই নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছে জেলা প্রশাসনও।

উল্লেখ্য, বীরভূম জেলা প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে গত কয়েকদিন আগে বীরভূম জেলা গ্রীণ জোনে থাকার পরেও মুম্বাই ফেরত তিন ব্যক্তি বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ব্লকের একটি গ্রামে পৌঁছানোর দু তিন দিন পর তারা করোনাভাইরাস সংক্রমিত বলে চিহ্নিত করা হয়। সরকারি রিপোর্টে ওই তিনজনের রিপোর্ট করোনা পজেটিভ বলে চিহ্নিত করে প্রশাসন। এরপরই বীরভূম জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দফতর খোঁজ চালাতে শুরু করে ওই সংক্রমিত তিনজনের সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন। তাতে জানা যায় পরবর্তীকালে দুবরাজপুরে তাদের সংস্পর্শে আসা দুজন ব্যক্তি প্রশাসনের নজরে আসে। তাদেরকে লালা রস পরীক্ষার পর ফের দেখা যায় তারাও সংক্রমিত হয়েছে।

এছাড়া আরও একটি পৃথক ঘটনা হাওড়া থেকে এক যুবক বীরভূমের রামপুরহাটে পৌঁছানোর পর বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এলে স্বাস্থ্য দফতর ওই যুবকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলে ধরা পড়ে তিনিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পরে রামপুরহাট স্থানীয় সূত্র থেকে বাসিন্দারা অভিযোগ করেন ওই যুবক হাওড়া থেকে ফেরার পর হোম কোয়ারেন্টাইন না থেকে নিজের বাড়ি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তবে কোথায় কোথায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন পরিষ্কারভাবে সেই সংক্রমিত যুবক স্বাস্থ্য দপ্তরে সবটা বলতে সক্ষম হচ্ছেন না বলে জানা গেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক দাবি, এই সংক্রমিত ব্যক্তিরা মনে করে বলতে পারছেন না সবটা যে তারা কার কার সংস্পর্শে গিয়েছিলেন। তবে উনাদের বক্তব্য ছড়িয়েছে প্রতিক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতর জরুরি ভিত্তিতে সেই সমস্ত সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের অথবা সংস্পর্শে আসা এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলি সাধারণ এলাকা থেকে কিছুটা আলাদা করে রাখার চেষ্টা করছেন। তবে বীরভূম জেলায় সেই ভাবে করোনা সংক্রমণের খবর না থাকায় জেলা প্রশাসনের তরফে লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হয়েছে গত কয়েক দিনে। এর ফলে যারা বীরভূম জেলায় পড়ে সংক্রমিত হয়েছেন অর্থাৎ বীরভূমে কোন সংক্রমণের সংখ্যা সরকারিভাবে ৬জন। তাদের সংস্পর্শে আসা এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি স্বাস্থ্য আধিকারিক দের।

তবে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই বীরভূমে পড়না সংক্রমণে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সংস্পর্শে আসা অনেক পরিবারকে বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টাইন এ থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। শুধু তাই নয় হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের ওপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের দ্রুত চিহ্নিত করা। সাময়িকভাবে স্বাস্থ্যকর্মীরা কিছুটা দূর্ভোগে পড়লেও সংক্রমণ আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে দাবি করেছে বীরভূম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের।

বীরভূম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি বলেন, 'বীরভূম জেলায় করোনাভাইরাস যারা সংক্রমিত হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই বহিরাগত। বাইরে থেকে এই ভাইরাস বহন করে এনেছেন। বীরভূমে কোন সংক্রমণ নেই। তবে এইসব ব্যক্তিরা বীরভূমে আসার পর কার কার সংস্পর্শে গিয়েছেন তা চিহ্নিত করতে কিছুটা সমস্যা হলেও আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। অনেক সম্পর্কিত ব্যক্তি সঠিকভাবে মনে করে বলে উঠতে পারছেন না তারা কার কার সংস্পর্শে গিয়েছেন। তবে সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তার জন্য আমরা যথাযথ ব্যবস্থা করে সংক্রমিত ওই এলাকাকে সানিটাইজ ওরা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। তবে খুশির খবর জেলার তিনজন করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে চলেছেন।'

করোনা মোকাবিলায় আহমেদাবাদ হাজির দিল্লির এইমসের অধিকর্তা

আহমেদাবাদ, ৯ মে (হি. স.): করোনায় জেরবার গুজরাটের আহমেদাবাদ। এই পরিস্থিতির থেকে পরিত্রাণের জন্য আহমেদাবাদ এসে পৌছলেন দিল্লির এইমসের অধিকর্তা ডা: রণদীপ গুলেরিয়া। তার সঙ্গে রয়েছেন একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। শুক্রবার গভীর রাতে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে করে আহমেদাবাদ এসে পৌঁছান তিনি। শনিবার সকাল ৯ টা নাগাদ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দলকে নিয়ে আহমেদাবাদের সিভিল হাসপাতালে পৌঁছন ডা: রণদীপ গুলেরিয়া। স্থানীয় চিকিৎসকদের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবেন।এদিন প্রথমে তিনি স্বাস্থ্য সচিব ডা: জয়ন্তী রবি, ডা: এম এম প্রভাকর, ভিজি মেডিক্যাল কলেজের ডিন ডা: প্রনয় শাহ সহ অন্যান্য চিকিৎসকদের সঙ্গে শহরের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। পরে তিনি আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে যান। এদিন বিকেল পাঁচটায় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি।

গুজরাটে করোনার দৌরাত্ম্য জারি রয়েছে। রাজ্যের করোনা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে আহমেদাবাদ। এখনও পর্যন্ত ৩০০ বেশি মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২০০ এরপরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নির্দেশে দিল্লি এমস এর অধিকর্তা ডা: রণদীপ গুলেরিয়া নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আহমেদাবাদ পৌঁছন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের আমেদাবাদ মোতায়েন করার জন্য অমিত শাহের কাছে অনুরোধ করেছিলেন।

দাঁড়িয়েছে ১৩-য়

তিনের পাতার পর

করোনা-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙের প্রথম করোনা-আক্রান্ত বছর ৬৯-এর চিকিৎসক ডা. জন এল সাইলো রাইন্টাথিয়াং।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা টুইট করেছেন, দুর্ভাগ্য, আমাদের শিলঙেয়ে আরও একটি পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে। করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে কাজ করেন তিনি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক কর্মচারীরা ওই বাড়ির সদস্য ও অন্যান্য কর্মচারীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে নতুন এই মামলা ধরেছেন। তবে আক্রান্ত ব্যক্তিটি নিরাপদ এবং জটিল কোনও লক্ষণ তাঁর মধ্যে এখনও নেই। জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলায়

● **প্রথম পাতার পর**

টাকা এবং এরপর আইন গত ভাবে আইন অমান্যকারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। এদিন সদর মহকুমা কার্যালয়ের ডি সি অনিমেষ ধরের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। তিনি জানান মাস্ক পড়া বাধ্যতা মূলক।রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ। যারা মাস্ক না পরে বেড়িয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইন গত ভাবে জরিমানা করা হচ্ছে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে প্রত্যেককে। আইন মেনে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এই করোনা পরিস্থিতিতে বলে জানান তিনি। আরক্ষা দপ্তরের সহায়তায় এই অভিযান আগামী দিনেও চালানো হবে বলে জানান তিনি।

এদিকে, লক ডাউন এর শর্ত অমান্য করে রাজধানী আগরতলা শহরের একটি মল খোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছুটে যান। মলের ম্যানেজারকে সতর্ক করে মলটি বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। শর্ত অমান্য করে পুনরায় মল খোলা হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। মল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের সঙ্গে সবধরনের সহযোগিতা করেছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

আতঙ্ক

● **প্রথম পাতার পর**

এদিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব তাঁর অফিশিয়াল টুইটারে গতকাল টুইট করেছিলেন যে, ত্রিপুরায় নুতন করে ৩০ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ লক্ষণ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ২৫ জন হলেন বিএসএফের ১৩৮ নম্বৰ ব্যাটালিয়ানের জওয়ান। তাঁদের চারজন জওয়ানদের পরিবারের সদস্য এবং একজন লরি চালক। পরবর্তীতে এক করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি (লরি চালক) ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে এসেছে বলে করিমগঞ্জ প্রশাসনের কাছে আগরতলা প্রশাসনের কাছ থেকে খবর আসায় বৃহত্তর কায়স্থগ্রাম এলাকা সহ সমগ্র জেলার জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে অন্য এক সূত্রের দাবি, জাকিরুল হক শিলচর থেকে টিআর ০১ এএইস ১৯২২ নম্বরের গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই লরি নিয়ে ত্রিপুরার ধলাই গিয়েছিল। সেখানে তার লালারস সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর পর প্রাথমিক পরীক্ষায় তাঁর শরীরে করোনার লক্ষণ ধরা পড়েছিল। সেখান থেকে নাকি সে পালিয়ে এসেছে। তবে আগরতলার প্রশাসনিক তরফ থেকে জাকিরুল হককে করোনা আক্রান্ত বলে অফিশিয়ালি কোনও তথ্য করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের কাছে আসেনি বলে জানিয়েছেন ডিএসপি (সদর) সুধন্য শুক্লবৈদ্য।

জেলাশাসক

● **প্রথম পাতার পর**

কালে করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপি ত্রিপুরার পুলিশ প্রশাসনকে জানান, করোনা ভাইরাসকে পিতিহত করতে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক আজ (শনিবার) রাত ১২টা থেকে ত্রিপুরার কোনও মানুষকে অসমে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত এই নির্দেশ জারি থাকবে। তবে প্রতিবেশী উভয় রাজ্যের মধ্যে পূর্ববৎ পণ্যবাহী গাড়ি, জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহন এবং অনুমোদিত ব্যক্তি বা আধিকারিক-কর্মচারী চলাচল করতে পারবেন।

শিক্ষামন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

হক ট্রাক নিয়ে ত্রিপুরা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাকে বর্তমানে করিমগঞ্জ-এ জেলা স্বাস্থ্য কর্মীদের তত্বাবধানে রাখা হয়েছে। কিন্তু, ওই ট্রাক চালক দাবি করেছেন, ত্রিপুরায় তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি। শুধু থার্মাল পরীক্ষা করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, অসম সরকার ওই ট্রাক চালকের নমুনা পরীক্ষা করে দেখুক। যদি রিপোর্ট নেগেটিভ আসে, তবে এ-নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

নতুন ১৭

● **প্রথম পাতার পর**

জনের। আজ ধলাই জেলায় ২৭৬ জনের নমুনা সংগৃহীত হয়েছে এবং নিয়মিত পরীক্ষা চলছে বলে তিনি জানান।

ল্যান্ডপোর্টের

● **প্রথম পাতার পর**

এদিকে, বাংলাদেশ থেকে আগত পণ্যবাহী গাড়িগুলি জিরো পয়েন্টে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করেছে ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া। এর সমস্ত খরচ ল্যান্ডপোর্ট বহন করছে।

১৬৮,৫৫১

আটের পাতার পর

ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,২৫০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০৩ জনের। ফলে মৃত্যু হয়েছে ৭,৩৬৯ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬৮,৫৫১ জন।

হোয়াইট হাউসে বাড়ছে আতঙ্ক! করোনা-আক্রান্ত পেন্স-এর মহিলা মুখপাত্র

ওয়াশিংটন, ৯ মে (হি.স.): হোয়াইট হাউসে আতঙ্ক ক্রমশই বাড়ছে! এবার কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স-এর মহিলা মুখপাত্র। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে হোয়াইট হাউসের দু''জন কর্মীর শরীরে মারণ করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স-এর মহিলা মুখপাত্রের শরীরে করোনাভাইরাসের হদিশ মিলেছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসে করোনা-প্রকোপ বাড়লেও, মুখে মাস্ক পড়তেই দেখা যাচ্ছে না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।

মোদীকে চিঠি নাইডুর

আটের পাতার পর

তুলেছেন টিডিপি সুপ্রিমো।

উল্লেখ্য, গত ৭ মে বিশাখাপত্তনমের এল জি পলিমার্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির প্ল্যান্ট থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে প্রায় পাঁচটি গ্রামে। অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন দুই শতাধিক মানুষ।

শহিদ এসআই

আটের পাতার পর

চালালে মৃত্যু হয় দু''জন মহিলা-সহ ৪ জন মাওবাদীরা। মাওবাদীদের পাল্টা হামলায়।প্রাণ হারিয়েছেন এসআই এস কে শর্মা।

শনিবার সকালে রাজনন্দগাঁও-এর এএসপি জি এন বাঘেল জানিয়েছেন, রাজনন্দগাঁও জেলার মানপুর থানার অন্তর্গত পারধোনি গ্রামের কাছে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৪ জন মাওবাদী, প্রাণ হারিয়েছেন একজন সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই)। এনকাউন্টারস্থল থেকে ওই ৪ জন মাওবাদীরা দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি একটি একে-৪৭ রাইফেল, একটি এসএলআর আগ্নেয়াস্ত্র এবং .৩১৫ বোরে রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।

মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ মে।। বিশালগড় থানা এলাকার রামছড়ায় এক মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত মহিলার নাম পিয়ারা বেগম। তিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। প্রায় ৩০ বছর আগে তার স্বামী মফিজ মিয়ার মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই মহিলা ধীরে ধীরে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়তে শুরু করেন। মহিলা এক ছেলে ও ছেলে বউ রয়েছে।

অন্যান্য দিনের মতোই ওই মহিলা রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শনিবার সকালে ঘরের দরজা না খোলায় পরিবারের লোকজনদের মনে সন্দেহ জাগে। ঘরের পেছনের দরজা খুলে পরিবারের লোকজন দেখতে পান তার ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনাটি স্থানীয় লোকজনদের জানানো হয়। খবর পাঠানো হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

গরীব পরিবারে খাদ্য সামগ্রী বন্টন বিদ্যাসাগর দ্বিশত বর্ষ উদযাপন কমিটির

আগরতলা, ৯ মে।। ভয়াবহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের অতিমারীতে দেশব্যাপী দীর্ঘদিন লকডাউনের ফলে শ্রমজীবি গরীব সাধারণ মানুষ প্রচন্ড অভাব অনটনে দিন অতিবাহিত করছে। এমতাবস্থায় বিদ্যাসাগর দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি কিছু অভাবী মানুষকে ত্রাণ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শনিবার এই কমিটির উদ্যোগে পশ্চিম জেলার কাঞ্চনমালার যুগরকিশোরনগর এডিসি অধ্যোষিত অঞ্চলের ৫০ জন গরীব মানুষকে কিছু খাদ্য সামগ্রী ও মাস্ক প্রদান করা হয়। এই সামগ্রী বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক ডঃ অলক সৎপথী, কোষাধ্যক্ষ ভবতোষ দে, মলিন দেববর্মা, সুরজিত দেবনাথ প্রমুখ। কমিটির সম্পাদক ডঃ অলক সৎপথী গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াতে আরো এইরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে জানান। শনিবার এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছে সংগঠনের সহ সম্পাদক প্রণব নন্দী।

জ্বালানী তেলের দাম নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট এসইউসিআই

আগরতলা, ৯ মে।। বিশ্ব বাজারে কাঁচা তেলের দাম রেকর্ড পরিমাণে কমে যাওয়ায় আভ্যন্তরিণ বাজার্যে তেলের দাম হ্রাস পাওয়ার কথা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অত্যন্ত চালাকি করে পুণরায় পেট্রোল ও ডিজেলের উপর অন্তঃশুল্ক এমনভাবে বৃদ্ধি করল যাতে ভোক্তা সাধারণ বাজারে পেট্রোপণ্যের সম্ভাব্য খুচরা দাম কমার সুযোগ ভোগ করতে না পারে। এক প্রেস বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেছে এসইউসিআই রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি। কমিটির অফিস সম্পাদক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

কোভিড - ১৯ এর মোকাবিলায় কেন্দ্রের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে জানান। তিনি বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির যৌথ উদ্যোগে কোভিড সংক্রমিতদের জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল, আইসোলেশন এবং আইসিইউ বেড ও কোয়ারান্টাইন কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

উত্তর -পূর্বের রাজ্যগুলির ইতিবাচক পটভূমিকার বিচার করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেন, বিদেশ থেকে যারা আসবেন এবং যে সব পরিযায়ী শ্রমিক ও ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে পৌঁছবেন, তাঁদের যেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রকের নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা করে কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়। মন্ত্রী, এই প্রসঙ্গে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশান (সারি) এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতন অসুখের নজরদারীর ওপর জোর দেন। তিনি রাজ্যগুলিকে আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করে কোভিড -১৯ এর বিষয়ে নজরদারীর জন্য পরামর্শ দেন।

উত্তর --পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন দপ্তর, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে বলে এই বৈঠকে জানানো হয়। রাজ্যগুলি যাতে এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জমা দেয়, বৈঠকে সেবিষয়ে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, যে সব রাজ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে, সেই সব রাজ্যগুলিকে সীমান্ত এলাকায় নজরদারী বজায় রাখতে হবে। রাজ্যগুলি যেন কোভিড –১৯ এ সংক্রমিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য অসুখে আক্রান্তদের যথাযথ চিকিৎসা করে, সেবিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোভিড - ১৯ এ আক্রান্ত নয়, এরকম রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য ১০৭৫ হেল্পলাইন নম্বরটি ছাড়াও ১০৪ হেল্পলাইন নম্বরটিও চালু করা হয়েছে। রাজ্যগুলি যাতে অত্যাবশক ওষুধের মজুত রাখে, ড় বর্ধন সে সংক্রান্ত পরামর্শ দেন। যে সব তামাক ধূমপানে ব্যবহার করা হয় না, সেগুলি উত্তর পূর্বের কয়েকটি রাজ্যে যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী, রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেন, এই নেশার জিনিসগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব, প্রীতি সুদান সহ মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা এই বৈঠকে যোগ দেন।

শিশুর

● **প্রথম পাতার পর**

শুরু করেন। অবশেষে বাড়ির পাশের একটি পুকুরের জলে পাঁচ বছরের পুত্রকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকল বাহিনীকে। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে ৫ বছরের শিশু উসমান আলীকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্দীপ দেব উসমান আলীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাঁচ বছরের ফুটফুটে পুত্র সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন উসমান আলীর বাবা-মা ও আত্মীয় পরিজনরা। বর্তমানে মৃতদেহটি কদমতলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।আগামীকাল ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেবে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।তবে পাঁচ বছরের এক ফুটফুটে শিশু জলে পড়ে সলিল সমাধি হওয়াতে গোটা ফুলবাড়ি এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর**

দেওয়া হয়। আর সেই মোতাবেক শুক্রবার ইন্দ্রনগর বাড়িতে আসেন সেই ভদ্রমহিলা। কিন্তু এলাকাবাসী মনে দেখা দেয় নানা সংশয়। আর তা নিয়ে শনিবার এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। এলাকাবাসীর বক্তব্য স্থানীয় ক্লাব সম্পাদকের সাথে আলোচনা না করে কেন তিনি বাড়ি ফিরেছেন? অযৌক্তিকভাবে বাড়ি ছাড়ার কথা বলতে থাকেন এলাকার কিছু মানুষ।

পরবর্তী সময় খবর পেয়ে ছুটে যান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা। তারা সেখানে গিয়ে গোটা ঘটনার বিবরণ শুনে এলাকাবাসীকে বোঝান যে প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে তাদের বাড়ি ফিরতে দেওয়া হয়েছে। এতে কোন বিপত্তির ঝুঁকি নেই বলে জানান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ও সদর মহকুমা শাসক।

আইনমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ৭০০ জনের পাস তৈরি হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, বহিঃরাজ্যে আটকে পড়েছেন যাঁরা তাঁদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে উভয় রাজ্যের সম্মতি মিললে তবেই তা সম্ভব। তাতে কোনও এক রাজ্য অসম্মতি প্রকাশ করলে আটকে পড়াদের ফিরিয়ে আনা যাবে না।

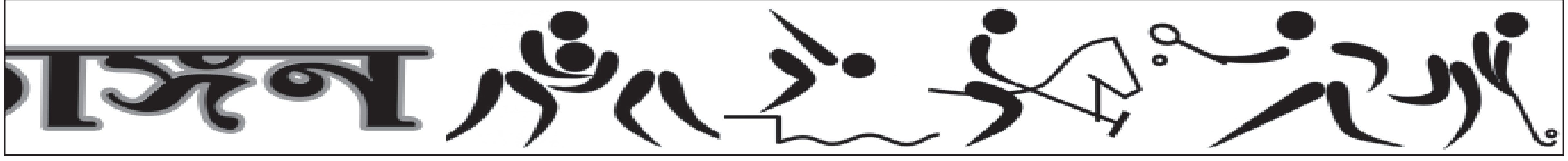

অ্যানফিল্ড বিপর্যয়ের পর বার্সেলোনার বিবর্ণ বছর

সব বড় সাফল্যের পিঠেই থাকে একটা ব্যর্থতার গল্প। লিভারপুল নিজেদের মাঠে লিখেছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসের অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তনের গল্প। বার্সেলোনার জন্য যা ইউরোপ সেরার লড়াইয়ের আরেকটি বেদনাগাথা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত কয়েক মৌসুমে সময়টা ভালো কাটেনি বার্সেলোনার। টানা তিন আসরে কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়ে স্প্যানিশ দলটি। আগের মৌসুমে রোমার মাঠে বিব্রতকর হারের স্মৃতি তখনও তাজা।

গত মৌসুমে অনেকটাই নিজেদের ফিরে পেয়েছিল বার্সেলোনা। শেষ আটের গেরো কাটিয়ে জায়গা করে নিয়েছিল শেষ চারে। নিজেদের মাঠে লিভারপুলকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জাগিয়েছিল ফাইনালে খেলার আশা। কে জানতো, আবারও তাদের পুড়তে হবে আশাভঙ্গের বেদনায়। ফিরতি পর্বে বাজে ফুটবল খেলে ছিটকে পড়ে তারা।

বার্সেলোনার সাফল্যে ভরা ইতিহাসে 'অ্যানফিল্ডের সেই বিপর্যয়' অনেকের কাছে কালো এক অধ্যায়। সেই কষ্ট হয়তো আজও কাতালান ক্লাবটির অনেককে তাড়া করে ফেরে। হতাশার সেই অধ্যায়ের বৃহস্পতিবার পূর্ণ হলো এক বছর।

কাম্প নউয়ে শেষ আটের প্রথম পর্বে একপেশে লড়াইয়ে ৩-০ গোলে জিতে ফাইনাল এক পা দিয়েই রেখেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ফিরতি পর্বে পুরোপুরি খেই হারিয়ে ফেলে তারা।

সপ্তম মিনিটে দিভোক ওরিগির গোলে শুরু। ৫৪তম মিনিটে জর্জিনিয়ো ভিনালডাম ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দুই মিনিট পর ডাচ এই মিডফিল্ডারের দ্বিতীয় গোলে দুই লেগ মিলে স্কোরলাইন হয়ে যায় ৩-৩। তখনও লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের আশা বেঁচে ছিল, একটি গোল করতে পারলেই তো ম্যাচ তাদের হাতে চলে আসত। পারেনি সফরকারীরা। ৭৯তম মিনিটে ওরিগির গোলে পূর্ণতা পায় লিভারপুলের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই।

ওই হারের পর আবারও আগের আসরের 'রোমা অধ্যায়' নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে। সেবার প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ৪-১ গোলে জেতার পর ফিরতি পর্বে ৩-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল বার্সেলোনা। লিভারপুলে হেরে ছিটকে যাওয়ার পর ওঠে সমালোনার ঝড়; যেন প্রমাণ হয়ে যায়, আগের বছরের সেই তেতো অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি তারা।অ্যানফিল্ডে হারের খানিক পরই বার্সেলোনা গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন বলেছিলেন, "এই হারের কারণ জানতে মনের গভীরে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো বুঝতে হবে।"

ভেঙে পড়া লিওনেল মেসির কাছে পুরো বিষয়টি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। ডিফেন্ডার জেরার্দ পিকের কাছে দুঃস্বপ্ন।

"এটি দুঃস্বপ্ন, যা আমাদের অনেক দিন তাড়া করবে।"

সেবার বার্সেলোনা লা লিগা জিতলেও অ্যানফিল্ডের সেই হার খেলোয়াড় যেন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। লুইস সুয়ারেসের কথায় তা ফুটে ওঠে।

"আমরা অনেক দিন, সপ্তাহ ভুগেছি। আমি বাসা থেকে বের হতে চাইতাম না। অনেক সতীর্থের মত সময়টা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল।"

ক্লাবটির ওপর সেই রাতের বিরূপ প্রভাব বেশ ভালোভাবেই পড়েছিল। ওই হারের পর তখনকার কোচ এরনেস্তো ভালভেরদেকে ছাঁটাই করা উচিত ছিল বলে অনেকের মত। কিন্তু বার্সেলোনা তা করেনি। অবশ্য তাতে ভালো কিছুও হয়নি; মৌসুমের মাঝামাঝি গত জানুয়ারিতে তাকে বিদায় করে কর্তৃপক্ষ। ক্লাবটির ইতিহাসে গত ১৫ বছরে কোচ ছাঁটাইয়ের যা প্রথম ঘটনা।

ভালভেরদে যাওয়ার কিছুদিন পর দলটির অন্যতম পরিচালক এরিক আবিদাল মন্তব্য করে বসেন, ভালভেরদের সময় ফুটবলারদের অনেকে মাঠে শতভাগ দেননি।

তার এমন কথায় ক্ষেপে যান মেসি। ছয়বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা সাবেক সতীর্থের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন, "ফুটবলারদের নিয়ে এ ধরনের কথা বললে তাদের নাম উল্লেখ করা উচিত। তা না হলে, অনেক কিছু ছড়ায় যা সত্যি নয়।" আবিদালের পেশাদারিত্ব ও ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরে ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ দুজনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সুরাহা করেন।

সেখানেই শেষ নয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ক্লাবটির বিরুদ্ধে অনেক বড় অভিযোগের খবর বের হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে দাবি করে, বার্তোমেউয়ের ভাবমূর্তি বাড়াতে ও যারা তার মতের বিপক্ষে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বার্সেলোনা 'আইথ্রি' নামের একটি প্রতিষ্ঠান ভাড়া করেছে। তুমুল সমালোচনার মুখে 'এসব খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন' বলে বিবৃতিতে জানায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

এরপর তো মার্চে করোনাভাইরাসের আঘাতে স্থগিত হয়ে যায় সব ধরনের খেলাধুলা। তবে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি দলটিকে। গত ১০ এপ্রিল ক্লাবটির একসঙ্গে ছয় জন পরিচালক পদত্যাগ করেন।

পদত্যাগের কারণ হিসেবে সঙ্কটকালীন সময়ে ক্লাবের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে তৈরি হওয়া ইস্যু এবং করোনাভাইরাসে সৃষ্টি হওয়া জরুরি অবস্থা পরবর্তী ক্লাবের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বলা হয় তাদের যৌথ বিবৃতিতে।

সবকিছু মিলে গত বছরের মে মাসে সেই যে লা লিগা জিতেছিল বার্সেলোনা, এরপর বারবার শুধু খারাপ খবর তাড়া করছে দলটিকে।

চলতি মৌসুমে তাদের পারফরম্যান্সেও ওঠানামা আছে। তবে লা লিগা শিরোপা ধরে রাখার পথে ভালোভাবেই এগিয়ে আছে তারা। স্থগিত হয়ে থাকা লিগে ২৭ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে শিরোপাধারীরা। দুইয়ে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে আছে ২ পয়েন্টে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখনও টিকে আছে বার্সেলোনা। শেষ ষোলোর প্রথম লেগে নাপোলির মাঠে ১-১ গোলে ড্র করেছে দলটি। বিলবাওয়ের মাঠে ১-০ গোলে হেরে কোপা দেল রে থেকে বিদায় নিয়েছে দলটি।

আবারও কপাল পোড়ার শঙ্কায় রিচার্ডসন

দুর্ভাগ্য যেন পিছু ছাড়ছে না জাই রিচার্ডসনের। কাঁধের চোটে খেলা হয়নি ২০১৯ বিশ্বকাপে। আরেকটি বিশ্বকাপের আগে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে সেই পুরনো চোট। করাতে হয়েছে অস্ত্রোপচার। সেরে উঠে মাঠে ফিরতে যে সময় লাগবে, তাতে দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে না পারায় শঙ্কায় পড়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার।

গত বছরের মার্চে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে চোট পান রিচার্ডসন। এক বছর ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে। সবশেষ খেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গত মার্চে। পার্থ স্কোরচার্সের হয়ে গত বিগ ব্যাশে দারুণ ছন্দে ছিলেন ২৩ বছর বয়সী এই পেসার।

ঘরোয়া মৌসুমে খেলার সময় পুরনো চোট আবার মাথাচাড়া দিলে গত মাসের শেষদিকে ফের অস্ত্রোপচার করা হয় তার। এতে অক্টোবরে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নও ভেস্তে যেতে পারে রিচার্ডসনের।

যদিও করোনাভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক এই আসর নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চিকিৎসক অ্যালেক্স কউন্টুরিস জানান, মাঠে ফিরতে ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে রিচার্ডসনের।

"যখন শরীরের কোনো অংশ স্থানচ্যুত হয়, সব লিগামেন্ট আলগা হয়ে যায়। সেগুলোকে ঠিক করার জন্য অস্ত্রোপচার জরুরি। অতীতে আরও অনেক ক্রিকেটারের এটা করতে হয়েছে।

বুন্ডেসলিগা ফিরছে ১৬ মে

সব প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তা দূরে ঠেলে বুন্ডেসলিগা শুরুর দিনক্ষণও ঠিক করে ফেলল কর্তৃপক্ষ। মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া জার্মানির শীর্ষ লিগ মাঠে ফিরবে আগামী ১৬ মে।

জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেল বুধবার জানান, এ মাসেই ফিরছে বুন্ডেসলিগা। পরদিন বৃহস্পতিবার জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল) এক বিবৃতিতে প্রতিযোগিতাটি মাঠে ফেরার দিন চূড়ান্ত করল।

মৌসুমের বাকি সব ম্যাচ হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। এই প্রথম ইউরোপের শীর্ষ কোনো লিগ মাঠে ফিরতে যাচ্ছে।

ফেরার দিনে মুখোমুখি হবে শালকে ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। ডর্টমুন্ডের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে থাকা বায়ার্ন মিউনিখ পরদিন খেলতে যাবে ইউনিয়ন বার্লিনে।

অধিকাংশ দলের ৯টি করে ম্যাচ বাকি আছে। আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ভার্ডার ব্রেমেনের একটি করে ম্যাচ বেশি বাকি। শেষ রাউন্ডের খেলা হবে ২৭ ও ২৮ জুন।

২৫ ম্যাচ খেলে শীর্ষে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের অর্জন ৫৫ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা ডর্টমুন্ডের পয়েন্ট ৫১।

করোনাভাইরাস: ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের ৩ ফুটবলার আক্রান্ত

কোপা লিবের্তাদোরেস চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লামেঙ্গোর তিন জন ফুটবলার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে তাদের কারো মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি।

রিও দে জেনেইরোর ক্লাবটি বুধবার এক বিবৃতিতে জানায়, খেলোয়াড়, তাদের পরিবার ও বাসায় কাজ করা লোকজনসহ মোট ২৯৩ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানো হয়। এর মধ্যে ৩৮ জনের ফল পজিটিভ এসেছে। তবে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

ক্লাবটিতে ৪০ বছর ধরে কাজ করা এক কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত সোমবার মারা গেছেন। ব্রাজিলে এখন পর্যন্ত সাড়ে আট হাজারের বেশি মানুষ কোভিড-১৯ রোগে মারা গেছে। মহামারীর মধ্যেই ফুটবল পুনরায় শুরুর কথা বলেছিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো।

মাঠে ফিরছে বুন্ডেসলিগা

করোনাভাইরাসের প্রভাবে থমকে থাকা ফুটবল মৌসুম অবশেষে গতি পেতে যাচ্ছে। এ মাসেই পুনরায় শুরু হচ্ছে জার্মানির শীর্ষ লিগ বুন্ডেসলিগার চলতি মৌসুম।

জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেল বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল) বৃহস্পতিবার খেলা শুরুর তারিখ জানাবে।

মৌসুমের বাকি সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। এই প্রথম ইউরোপের শীর্ষ কোনো লিগ মাঠে ফিরতে যাচ্ছে।

বুন্ডেসলিগার বাকি আছে আর ৯ রাউন্ড। ২৫ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বায়ার্ন মিউনিখ। তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড।

জার্মান ফুটবলের শীর্ষ দুই বিভাগের ৩৬ ক্লাবের এক হাজার ৭২৪ জন খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ১০ জনের পজিটিভ আসার খবরের একদিন পরই এলো এই ঘোষণা।

গত মাসে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলনে ফেরেন খেলোয়াড়রা। ৯ মে থেকে খেলা শুরু করতে চেয়েছিল ফেডারেশন। তবে সরকারের সিদ্ধান্তে পিছিয়ে যায়।

রিয়ালে নতুন যুগের সূচনা করবে এমবাপে, বিশ্বাস এমেরির

গতি, স্কিল, মানসিক দৃঢ়তা-সব কিছুর সমন্বয়ে তরুণ বয়সেই মিলেছে তারকা খ্যাতি। সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপে, পিএসজিতে ধরে রেখেছেন ধারাবাহিকতা। রিয়াল মাদ্রিদে গেলে সেখানে কিলিয়ান এমবাপে নিজের ছাপ রাখতে এবং ক্লাবটিকে নতুন এক যুগের সূচনা করতে সক্ষম, মনে করেন উনাই এমেরি।

পিএসজির সঙ্গে এমবাপের চুক্তি ২০২২ সাল পর্যন্ত। তবে আগামী দলবদলের বাজারেই তাকে দলে টানতে রিয়াল জোর চেষ্টা চালাবে বলে গণমাধ্যমের খবর। স্প্যানিশ ক্লাবটির প্রতি ভালোলাগার কথা এর আগে নিজেও জানিয়েছেন এমবাপে।

পিএসজির কোচ থাকার সময় ২০১৭-১৮ মৌসুমে এমবাপেকে খুব কাছ দেখেছেন এমেরি। সেবার লিগ ওয়ানসহ ফ্রান্সের তিনটি প্রতিযোগিতার শিরোপাই জিতেছিল প্যারিসের ক্লাবটি। দলটির ঘরোয়া ট্রেবল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এমবাপের।

মূলত কাছ থেকে দেখার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সম্প্রতি স্প্যানিশ দৈনিক এএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এমেরি।

"অবশ্যই, তার সামর্থ্য আছে (রিয়াল) মাদ্রিদে নিজের ছাপ রাখার। তাকে কোন লিগে খেলার পরামর্শ দিব? যখন আমি ফ্রান্সে ছিলাম, তখন তার ওখানে থাকায় ভালো লেগেছে কারণ, আমি তার খেলা উপভোগ করতাম। যখন আমি ইংল্যান্ডে গেলাম, চাইতাম সে প্রিমিয়ার লিগে খেলুক। ভবিষ্যতে যদি আমি স্পেনে ফিরে যাই, তাকে সেখানে চাইব।"রিয়ালের প্রতি আগ্রহ থাকলেও পিএসজিতে এখন সময় ভালো কাটছে বলে মাঝে নিজেই জানিয়েছেন এমবাপে। তবে গত বছরের নভেম্বরে আর্সেনাল থেকে ছাঁটাই হওয়া এমেরির বিশ্বাস, রিয়াল এই তরুণের ক্যারিয়ারকে সমৃদ্ধ করতে পারবে।

"নিশ্চিতভাবে পিএসজির কিছু বিষয় তার ক্যারিয়ারকে সমৃদ্ধ করবে, কিছু হয়তো পারবে না। সেগুলো হয়তো রিয়াল মাদ্রিদে পাওয়া সম্ভব।"

"আমরা ভাগ্যবান যে বিশ্বের দুটি সেরা দল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ পেয়েছি। আমি চাইব, বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা সেখানে খেলুক।"

ছিটকে গেলেন বার্সেলোনার উমতিতি

লম্বা সময় পর অনুশীলনে ফেরার দ্বিতীয় দিনেই দুঃসংবাদ দিল বার্সেলোনা। ব্যক্তিগত অনুশীলন চলাকালীন সময় চোট পেয়ে ছিটকে গেছেন দলটির সেন্টার-ব্যাক সামুয়েল উমতিতি।

বিশ্বকাপজয়ী ফরাসী ডিফেন্ডারের ডান পায়ের পেশিতে চোটের বিষয়টি শনিবার এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করে বার্সেলোনা। তার ফেরার সম্ভাব্য দিনক্ষণ জানানো হয়নি।

২৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার গত কয়েক মৌসুম ধরে হাঁটু ও পায়ের পাতার সমস্যায় ভুগছেন। ২০১৯-২০ মৌসুমে কাতালান দলটির হয়ে খেলেছেন ১৬টি ম্যাচ।

করোনাভাইরাসের কারণে দেড় মাসের বেশি সময়ের ঘরবন্দি জীবন শেষে শুক্রবার ফুটবলের সবুজ আঙিনায় পা রাখেন লা লিগার ফুটবলাররা। মার্চ থেকে স্থগিত থাকা ফুটবল মৌসুম আগামী জুনে পুনরায় শুরুর লক্ষ্য কর্তৃপক্ষের।

স্পেনের শীর্ষ লিগে ২৭ রাউন্ড শেষে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে সবশেষ ২০১৬-১৭ মৌসুমে লিগ জেতা রিয়াল। আগামী সোমবার থেকে অনুশীলন শুরু করবে মাদ্রিদের দলটি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

টেন্ডুলকারকে দেখে স্বপ্নের ঘোরে ছিলেন কিষান

অনেক ক্রিকেটারের মতো শচিন টেন্ডুলকারকে আদর্শ মানেন ইশান কিষান। বয়সভিত্তিক ক্রিকেট পেরিয়ে মূল স্রোতে আসার পর সুযোগ আসে স্বপ্নের নায়কের সঙ্গে কথা বলার। তরুণ কিপার-ব্যাটসম্যান এখনও ভুলতে পারেননি ব্যাটিং কিংবদন্তির সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনটি।

জানালেন, সেদিন টেন্ডুলকারের কোনো কথাই যেন তিনি শুনতে পাননি না। তার দিকে শুধু তাকিয়ে ছিলেন কিষান।

২০১৬ যুব বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়া কিষানের এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি।

আইপিএলে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে নজর কেড়েছেন। অনেকের কাছে হয়ে উঠেছেন ভবিষ্যৎ তারকা।

কিষানের আইপিএল অভিষেক ২০১৬ সালে। দুই আসর পর ২০১৮ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স তাকে দলে নেয়। সে সময় তার দলের ব্যাটিং পরামর্শক ছিলেন টেন্ডুলকার। ক্রিকবাজের একটি আয়োজনে ২১ বছর বয়সী কিষান শুনিয়েছেন কিংবদন্তির সঙ্গে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতার কথা।

"তার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার কথা আমার এখনও মনে আছে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে এসেছিলেন আমাদের অনুশীলন দেখতে।

আমি রোহিত (শর্মা) ভাইকে বলছিলাম, এত বছর ধরে আমি কীভাবে শচিন টেন্ডুলকারকে মনে লালন করে এসেছি, আর হঠাৎ দেখি তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে।"

"রোহিত ভাই আমাকে ওনার সঙ্গে কথা বলতে বললেন। ভাগ্যক্রমে, উনিই কথা বলার জন্য আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার মনে হয় না, তার কোনো কথা আমি শুনেছি। আমি কেবল তাকে কথা বলতে দেখছিলাম।"

ফিফার সিদ্ধান্তে অখুশি কনমেবল

জরুরি পরিস্থিতিতে ফিফার বদলি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট দক্ষিণ আমেরিকার শীর্ষ ফুটবল সংস্থা কনমেবল।

করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত থাকা ফুটবল মৌসুম আবার শুরু হলে ঠাসা সূচিতে বাড়তে পারে ফুটবলারদের চোট। তাদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে শুক্রবার সঙ্কটকালীন সময়ে ম্যাচে বদলি খেলোয়াড় বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে ফিফা।

ফিফার এই সিদ্ধান্ত ভালোভাবে নেয়নি কনমেবল। ওই দিনই এক টুইট বার্তায় নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট আলেহান্দ্রো দমিনগেস।

"এই পরিবর্তন আমাদের অবাক করেছে। এটি আমাদের কনফেডারেশনের সঙ্গে পরামর্শ করে করা হয়নি।"

যেসব প্রতিযোগিতা চলতি বছরের মধ্যে শেষ করার বাধ্যবাধকতা আছে, সেগুলোয় এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকবে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার আয়োজকদের।

"সর্বকালের সেরা অ্যাথলেট মেসি"

নিজের ভাইয়ের ছেলে টেনিস ইতিহাসের অন্যতম সফল তারকা; ফরাসি ওপেনের রেকর্ড জয়ী, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন। তবে বিশ্বের সব খেলাধুলার বিচারে রাফায়েল নাদালকে মোটেও সেরা মানেন না তার চাচা ও কোচ টনি নাদাল। তার দৃষ্টিতে, সর্বকালের সেরা অ্যাথলেট হলেন লিওনেল মেসি। নাদাল, রজার ফেদেরার ও নোভাক জোকোভিচ মিলে গড়েছেন টেনিসের সোনালী যুগ। তবে টনির দৃষ্টিতে তাদের কেউ মেসির সমতুল্য নয়। আর্জেন্টাইন পত্রিকা লা নাচিওনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসির ভূয়সী প্রশংসা করেন ৫৯ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ড।

"যখন ফেদেরার, জোকোভিচ ও নাদাল ভালো খেলে, স্বাভাবিকভাবেই তখন তারা জেতে। যখন তারা খারাপ খেলে, তখনও জেতে। মাঠে মেসি যা করে, তা আমি আগে কাউকে করতে দেখিনি।"

তার সন্তানরাও রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা আর্জেন্টাইন তারকার ভক্ত বলে জানান টনি। "আমার সন্তানরা তার খুব বড় ভক্ত এবং তারা সবসময় আমাকে মেসির ভিডিও দেখায়।"

শনিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। ছবি- পিআইবি

৯৫ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ১৯৮১ জনের, আক্রান্ত ৫৯,৬৬২ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): ভারতের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপের দিকে এগোচ্ছে। লকডাউন সত্ত্বেও ভারতে দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯৮১ এবং সংক্রমিত ৫৯,৬৬২ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১৭,৮৪৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৩২০ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের।

শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯৬৬২ জন ('অ্যাক্টিভ' করোনা রোগী ৩৯,৮৩৪)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯৮১। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৭,৮৪৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১৯৮১ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে ৫ জনের, চন্ডীগড়ে একজন, দিল্লিতে ৬৮ জনের, গুজরাটে ৪৪৯ জনের, হরিয়ানায় ৮ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৯ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৩০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২০০ জন, মহারাষ্ট্রে ৭৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওডিশায় দু"জনের, পঞ্জাবে ২৯ জন, রাজস্থানে ১০১ জনের, তামিলনাড়ুতে ৪০ জন, তেলেঙ্গানায় ২৯ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ৬৬ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৬০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

সারা দেশের নিরিখে করোনা পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ আকার নিয়েছে মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৯,০৬৩, দিল্লিতে ৬৩১৮, তামিলনাড়ুতে ৬০০৯, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৮৮৭ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৫৯ জন, বিহারে ৫৭১ জন, চন্ডীগড়ে ১৫০ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৯ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৭৪০২ জন, হরিয়ানায় ৬৪৭ জন, হিমাচল প্রদেশে ৫০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৮২৩ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৩২ জন, কেরলে ৫০৩, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৭৫৩ জন, লাদাখে ৪২ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৩৪১ জন, মণিপুরে দু"জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওডিশায় ২৭১ জন, পুদুচেরিতে ৯ জন, পঞ্জাবে ১৭৩১ জন, রাজস্থানে ৩৫৭৯ জন, তেলেঙ্গানায় ১১৩৩ জন, ত্রিপুরায় ১১৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬৩ জন, উত্তর প্রদেশে ৩২১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৬৭৮ জন।

ভারত থেকে রেলপথে বাংলাদেশে পণ্য পরিবহন শুরু

মনির হোসেন, ঢাকা, মে ০৯।। ভারতীয় রেলপথ কর্তৃপক্ষ শনিবার গেদে (ভারত) ও দর্শনা (বাংলাদেশ) ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টে পেঁয়াজ বোঝাই প্রথম মালবাহী ট্রেনটি বাংলাদেশ রেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে।শুল্ক ছাড় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে পেঁয়াজ বোঝাই ৪২টি কাভার্ড ওয়াগন সমন্বিত ট্রেনটি আনলোডের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট টার্মিনালে নিয়ে যাওয়া হয়।

করোনাভাইরাসজনিত কারণে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হওয়ায়, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও কিছুটা ব্যাহত হয়েছে।বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান রেল যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে।

পাইপলাইনে প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী আরও কয়েকটি ট্রেন রয়েছে যেগুলো গেদে (ভারত)-দর্শনা (বাংলাদেশ), পেট্রাপোল (ভারত)-বেনাপোল (বাংলাদেশ), সিংহাবাদ (ভারত)-রোহানপুর (বাংলাদেশ) এবং রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল (বাংলাদেশ) এ চারটি কার্যকর রেলপথ ব্যবহার করে বাংলাদেশ পাঠানো হবে।

বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিশ্বজুড়ে মৃত্যু বেড়ে ২,৭৬,৮৬০

ওয়াশিংটন, ৯ মে (হি.স.): কোভিড-১৯, নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শনিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৬০-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৩.৯৩ মিলিয়নের বেশি।

৯ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩.৯৩ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২,৭৬,৮৬০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,২৮৩,৮৪৬, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২২,৮৫৭, ইতালিতে সংক্রমিত ২১৭,১৮৫ এবং ব্রিটেনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২১২,৬২৯ জন।

গ্যাস লিকেজ ঘটনায় গঠিত হোক বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ কমিটি, মোদীকে চিঠি নাইডুর

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে এল জি পলিমার্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির প্ল্যান্টে গ্যাস লিকেজ ঘটনায় গঠিত হোক বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ কমিটি। এই দাবি জানিয়ে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডু।

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ৬টি বিষয় উল্লেখ করেছেন নাইডু। প্রথমত-গ্যাস লিকেজ ঘটনায় গঠিত হোক বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ কমিটি। দ্বিতীয়ত-চিঠিতে কোম্পানির দাবি নিয়েও প্রশ্ন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঔরাঙ্গাবাদে রেল দুর্ঘটনার জন্য কেন্দ্রই দায়ী : কপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের ঔরাঙ্গাবাদে রেল দুর্ঘটনায় ১৬ জন শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। কপিল সিব্বল শনিবার টুইট করেছেন, তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খোঁচা দিয়েছেন।

টুইটারে সিব্বল লিখেছেন, "একটি রেল দুর্ঘটনা, ১৬ জন শ্রমিক রেললাইনে পড়ে যান এবং ট্রেন তাঁদের উপর থেকে চলে যায়, তাতে ব্যথিত মোদীজি।...না মোদীজি রেল দুর্ঘটনা নয়...উদ্বেগজনক পরিস্থিতি...অসহায়, দারিদ্র্য এবং বাড়িতে পৌঁছনোর জন্য ব্যাকুল...নিজের বাড়ি পরিযায়ী শ্রমকিদের কাছে তাঁর নিজের দুর্গ!"

প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্র থেকে পায়ে হেঁটে মধ্যপ্রদেশের বাড়ি ফিরছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। শুক্রবার সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ মালগাড়ির ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ। এই দুর্ঘটনায় আরও ৪ জন জখম হয়েছিলেন।

শ্রমিকদের ট্রেন নিয়ে অমিত শাহর চিঠি মমতাকে

কলকাতা, ৯ মে (হি স)। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভিযোগ করেছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যে কোনও শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন আসতে দিতে চাইছেন না। চিঠি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই অভিযোগ করেছেন। শনিবার নবান্ন সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

অমিত শাহর মতে, তার জেরে এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকেরা দেশের অনান্য রাজ্যে আটকে আছেন। তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। এই ঘটনা চূড়ান্ত অমানবিক। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের জন্য পরিযায়ী শ্রমিকেরা আরও বেশি দুর্দশার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু অমিতবাবুর এই চিঠি নিয়েই এখন পাল্টা প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। তাদের অভিমত, ঔরঙ্গাবাদের ঘটনা নিয়ে বিরোধীরা চেপে ধরেছে কেন্দ্রকে। সব দিক থেকে কেন্দ্রকেই এই ঘটনার জন্য কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। সেই আক্রমণ থেকে মুখ ঘোরাতে সুকৌশলে অমিতবাবু আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে।

বাংলায় এখনও পর্যন্ত দুটি শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন এসে পৌঁছেছে। একটি আজমের থেকে ও অন্যটি কোচি থেকে। দুটি ট্রেনে প্রায় ২৫০০ মানুষ এই রাজ্যে ফিরেছেন যার মধ্যে প্রায় পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি রয়েছেন পূণ্যার্থীরা, পড়ুয়ারা ও চিকিৎসার কারনে গিয়ে আটকে পড়া রোগী ও তাঁর পরিজনেরা।

অসমে আরও তিন কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬২

গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.) : অসমে আরও তিনজনকে কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে অসমে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ৬২-তে পৌঁছেছে।

নতুন আক্রান্তদের দুজন উজান অসমের যোরহাটের বাসিন্দা। তাঁদের যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ওই দুই ব্যক্তি মুম্বাই থেকে অ্যাম্বুলেন্সে এসেছিলেন। মুম্বাই থেকে যে অ্যাম্বুলেন্সে এসেছেন তার চালকও কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত। তবে ড্রাইভার তাঁদের ছেড়ে মুম্বাইয়ের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে অসম সীমান্ত অতিক্রম করেছে চালক।

শনিবার রাত ১০টা ২০ মিনিটে টুইট করে এই খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এর পর সরুসজাই স্টেডিয়ামে অস্থায়ী জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি জানান, অসমে গতকাল একদিনে ছয়জন কোভিড—১৯ পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছিল। শনিবার পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬২ হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হলেও ৩৪ জন সুস্থ হয়ে নিজের নিজের বাড়ি চলে গিয়েছেন। এ মুহূর্তে ২৭ জন রোগী চিকিৎসাধীন, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা কোচবিহারের ৬ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ

কোচবিহার, ৯ মে (হি. স.) : অসমের কোকরাঝাড়ে করোনা পজিটিভ এক যুবকের সংস্পর্শে আসা কোচবিহার-২ ব্লকের টাকাগাছের ছয়জনের লালার নমুনার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। গত ৭ মে তাঁদের লালার নমুনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। শনিবার সকালে তাঁদের রিপোর্ট এসে পৌঁছায়।

কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, 'টাকাগাছের যে ছয়জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বক্সিরহাটের আরও পাঁচজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁদের রিপোর্ট এখনো এসে পৌঁছায়নি।' এদিকে কোচবিহার-২ ব্লকের টাকাগাছ গ্রামে ওই যুবকের সঙ্গে কাজ করা ছয়জনের হদিশ মেলে। ৭ মে তাঁদের লালার নমুনা শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়। পাশাপাশি তাঁদের সরকারি কোয়ারান্টিন সেন্টারে রাখা হয়। শনিবার টাকাগাছের প্রত্যেকের রিপোর্ট নেগেটিভ আশায় আপাতত স্বস্তিতে জেলা প্রশাসন। এদিকে, বক্সিরহাটে আরও ৫ জনের খোঁজ মেলে, যারা কোকরাঝাড়ের ওই শ্রমিকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদেরও নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাঁদের রিপোর্ট এখনো এসে পৌঁছায়নি।

পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানো নিয়ে তোপ রাহুল সিনহার

কলকাতা, ৯ মে (হি. স.) : ভিন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে এই রাজ্যের সরকার সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা তথা দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রাহুল সিনহা।শনিবার তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দু লক্ষ শ্রমিককে ঘরে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কেন্দ্র এ রাজ্যে শ্রমিকদের ফেরার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় ফিরতে পারছেন না। এটা রীতিমত অন্যায়। রাহুলবাবুর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর ঘুম ভাঙছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন এ রকম করছে, আমি সে প্রশ্ন করতে চাই। দেশের অন্য রাজ্যের শ্রমিকরা যদি তাঁদের ঘরে ফিরতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা কী দোষ করলেন? রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে অদ্ভুত নীরবতা পালন করছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৬৩৫ জনের আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৭৭,১৭৮

ওয়াশিংটন, ৯ মে (হি.স.): মার্কিন মুলুকের কবোনা-পবিস্থিতি উদ্বেগজনক থেকে আরও খারাপ দিকে এগোচ্ছে। বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৭৭ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনায় মৃত্যু। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,৬৩৫ জন। নতুন করে ১,৬৩৫ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৭৭, ১৭৮-এ পৌঁছেছে।

শনিবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,৬৩৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭,১৭৮। মৃত্যুর পাশাপাশি সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, ইতিমধ্যেই যা ১,২৮৩, ৮২৯-তে গিয়ে ঠেকেছে।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত বেড়ে ৩,৬৩৬

জয়পুর, ৯ মে (হি.স.): কমছে না বরং প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে! রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৭ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ৫৭ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৬৩৬। শনিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শনিবার রাজস্থানে নতুন করে ৫৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ৫৭ জনের মধ্যে জয়পুরে ১৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন, উদয়পুরে ২০ জন, পালিতে ৩ জন, কোটায় একজন, আজমের-এ ১১ জন, সবমিলিয়ে রাজ্যে মোট ৫৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন।ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৬৩৬-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,০২১ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৫১২ এবং মৃত্যু হয়েছে ১০৩ জনের।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে খতম ৪ জন মাওবাদী, পাল্টা হামলায় শহিদ এসআই

রায়পুর, ৯ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী-নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত রাজনন্দগাঁও জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিরস্ত্র হয়েছে ৪ জন নকশাল, নিহত ৪ জন মাওবাদীর মধ্যে দু''জন মহিলা। তবে, অত্যন্ত দুঃসংবাদ হল-মাওবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই)। শহিদ এসআই-এর নাম হল-এস কে শর্মা। তিনি মদনওয়াড়া থানায় স্টেশন হাউস অফিসার পদে কর্তব্যরত ছিলেন।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (দুর্গ রেঞ্জ) বিবেকানন্দ সিনহা জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে রাজনন্দগাঁও জেলার মানপুর থানার অন্তর্গত পারধোনি গ্রামের কাছে বিশেষ অভিযানের সময় সুরক্ষা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। পেট্রোলিং টিম ওই এলাকা ঘিরে ফেলার সময়, আচমকাই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে নকশালরা। সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা গুলি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাড়ি থেকেই হবে সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্রের মূল্যায়ণ

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.): বাড়ি থেকেই সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়ণ করবেন পরীক্ষকরা। শনিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক।

দেশের প্রায় ১৮ লাখ দশম শ্রেণি এবং ১২ লাখ দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া তাঁদের বোর্ড পরীক্ষার ফলের প্রত্যাশায় দিন গুনছেন। দেশজুড়ে লকডাউন আরোপের ফলে তাঁদের সামনে ঘোর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক জানিয়েছেন, রবিবার থেকেই বোর্ডের অধীনে থাকা ৩,০০০ স্কুল থেকে উত্তরপত্র সংগ্রহ করে তা পরীক্ষকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে সিবিএসই। উত্তরপত্র দেখে মূল্যায়ণ করার জন্য ৫০ দিন সময় দেওয়া হবে তালিকাভুক্ত পরীক্ষকদের।

জানা গিয়েছে, কনটেইনমেন্ট জোন ছাড়া সমস্ত পরীক্ষকের বাড়িতেই আগামিকাল থেকে উত্তরপত্র পৌঁছে দেবে সিবিএসই। তবে মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলতে হবে পরীক্ষকদের। এ দিন রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক আশা প্রকাশ করেছেন যে, ১৭৩টি বিষয়ের উপরে পরীক্ষার ১.৫ কোটি উত্তরপত্রের মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে।

পরীক্ষকদের নিজের বাড়ি থেকে খাতা দেখে নম্বর দেওয়ার প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠায় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। সম্প্রতি তাতে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।এরপরইএই সিদ্ধান্ত।-

রাজ্য মন্ত্রিসভা নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট পলিসি অনুমোদন করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। রাজ্য মন্ত্রিসভা নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্ট পলিসি অনুমোদন করেছে।

সম্পতি রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগে নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কোনও নীতি ছিলো না। অথচ অর্থনৈতিক দিক থেকে এর গুরুত্ব রয়েছে। ফুলঝাড়, সুগন্ধী, বড় এলাচ, বাঁশ সহ বিভিন্ন বনজ সম্পদ এখন থেকে বৈ'ানিক পদ্ধতিতে চাষ করা হবে। এরফলে বনের উপর নির্ভর করে যারা জীবিকা নির্বাহ করছেন, বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষ এর ফলে উপক'ত হবেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, জাইকা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যয়িত অর্থের ২৫ শতাংশ এতে ব্যয় করা হবে আগামী ৫ বছরের জন্য।

এরফলে ত্রিপুরার বন জঙ্গলে প্রাপ্ত এইসব প্রাক'তিক উপাদান থেকে গরীব অংশের মানুষের রোজগার বাড়বে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৮০০ মেট্রিক টন ফুলঝাড়, সুগন্ধী ২০০ মেট্রিকটন, বড় এলাচ ২০০ মেট্রিক টন উৎপন্ন হয়। এছাড়াও ৩,৬১৭ কিমি এলাকায় বাঁশ চাষ হয়।

আমজাদনগরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত দুই, পাল্টা মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ মে।। শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে সাত সকালে আবারো রক্তাক্ত বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের আমজাদ নগরের বাজার। দিনের বেলায় প্রকাশ্য বাজারে তান্ডব চালায় আমজাদনগর এলাকার বাঁশপদুয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন গুহ ও দশ নং বুথের সভাপতি রহিম মিয়া সহ দশ বারোজন। এই অভিযোগ নিজাম সহ তার পরিবারের। দু দুটি দোকান ভাঙ্গচুর। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত দুই । আহতরা বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযোগ পুলিশকে সংঘর্ষের ঘটনা খবর দেওয়ায় পরেও পুলিশ যায়নি। আহত বিজেপি পৃষ্ঠা প্রমুখ সহ আমজাদ নগরের বাঁশ পদুয়া পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য মিলন মিয়ার ভাই নিজাম মিয়া। ঘটনায় মামলা পাল্টা মামলা হয় বিলোনিয়া থানাতে। পুলিশ মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মায়ের উপর অভিমানে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।। মায়ের উপর অভিমান করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল ছেলে। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামি থানার অন্তর্গত রঙ্গিয়া এলাকায়। মৃত যুবকের নাম লক্ষণ দেববর্মা,বয়স আনুমানিক ১৭ বছর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার রেগার কাজে যায় লক্ষণ দেববর্মা। কাজ থেকে বাড়িতে এসে দেখতে পায় মা খাবার তৈরি করেনি। এই নিয়ে মায়ের সাথে ঝগড়া হয়। তার জেরে মায়ের উপর অভিমান করে শুক্রবার রাতে বাড়ির অদূরে একটি সেগুন গাছে ফাসিতে আত্মহত্যা করে লক্ষন দেববর্মা। শনিবার সকালে এলাকার লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বিশালগড়ে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ মে।। বিশালগড়ে শনিবার অগ্নিকাণ্ডে একটি লেপ তৈরির দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দোকানের মালিক ওই সময় দোকানেই ছিলেন। দোকানের পেছনে ছিল গোডাউন। হঠাৎ পেছনের গোডাউন এ যেতেই তিনি লক্ষ্য করেন গোডাউন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দোকানের মালিক তখন চিৎকার শুরু করেন। ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর ছুটে আসলেও তাদের ইঞ্জিন বিকল থাকায় আগুন নেভাতে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত পার্শবর্তী ছড়া থেকে জল তুলে আগুন নেভায় দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। আগুনে দোকানটি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হয়ে গেছে।

তবে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে পার্শবর্তী দোকানপাট গুলি। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দমকল বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীকে প্রশাসনের তরফ থেকে আপদকালীন সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি দিনের বেলা না ঘটে রাতে ঘটলে ভয়ংকর আকার ধারণ করত বলে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং জনগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১০৩ বেড়ে জার্মানিতে করোনায় মৃত্যু ৭,৩৬৯ জনের, সংক্রমিত ১৬৮,৫৫১

বার্লিন, ৯ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত জার্মানিতে। শনিবার জার্মানিতে আবারও বাড়ল মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (৮ মে সারাদিনে) জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১০৩ জন। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১,২৫০ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ১,৬৮,৫৫১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭,৩৬৯ জনের। শনিবার জার্মানির করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা সচেতনতার প্রচার ডিওয়াইএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত বিষয় নিয়ে শনিবার সচেতনতা মূলক প্রচার চালাল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে শনিবার চন্দ্রপুর বাজারে লিফলেট বিলি করা হয়। সবজি ব্যবসায়ীদের মধ্যে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। প্রাক্তন যুব নেতা অমল চক্রবর্তী বলেন করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে। সচেতন থাকলে বিজ্ঞানের জয় হবে এবং কুসংস্কার পরাজিত হবে। অমলবাবু দৃঢ়প্রত্যয় সঙ্গে বলেন আমাদের দেশ করোনা ভাইরাস মুক্ত হবেই। করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য লকডাউন ঘোষণা করায় দেশের গরিব দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাম যুব সংগঠন ঐসব গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বদ্ধপরিকর বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সংগঠন সাধ্যমত গরিব অংশের মানুষের সহযোগিতা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

গান্ধীগ্রামে আক্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। গান্ধী গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত এক বিএসএফ জওয়ান আক্রমণের শিকার হলেন। আক্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ানের নাম ননীগোপাল দেবনাথ। মিথ্যা অপবাদে তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণ দাস এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানাযায় অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ান ননীগোপাল দেবনাথ দুধ বিক্রি করেন। দুধের পাশাপাশি তিনি দেশী বাংলা মদ বিএসএফ ক্যাম্পে বিক্রি করেন বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। সে কারণেই শনিবার তাকে আটক করে বেধড়ক মারধর করা হয়। তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে খতম ৪ জন মাওবাদী, পাল্টা হামলায় শহিদ এসআই

রায়পুর, ৯ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী-নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত রাজনন্দগাঁও জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিরস্ত্র হয়েছে ৪ জন নকশাল। তবে, অত্যন্ত দুঃসংবাদ হল-মাওবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই)। রাজনন্দগাঁও-এর এএসপি জি এন বাঘেল জানিয়েছেন, রাজনন্দগাঁও জেলার মানপুর থানার অন্তর্গত পারধোনি গ্রামের কাছে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৪ জন মাওবাদী, প্রাণ হারিয়েছেন একজন সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই)। এনকাউন্টারস্থল থেকে ওই ৪ জন মাওবাদীরা দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি একটি একে-৪৭ রাইফেল, একটি এসএলআর আগ্নেয়াস্ত্র এবং .৩১৫ বোরে রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।